প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৩ ◆ ২৯ জানুয়ারী - ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার এবং শিশুর ক্রমবিকাশে আমাদের করণীয়

উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপনে পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পলের মৌলিক প্রেরণা

শিশু সুরক্ষার দায়িত্ব সবার

এসএমআরএ পরিবারের ব্রত ও জয়ন্তী উৎসব

গত ৬ জানুয়ারি এসএমআরএ পরিবারের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। দিনটিতে ২জন সিস্টার হীরক জয়ন্তী, ১জন সিস্টার সুবর্ণ জয়ন্তী, ৬জন সিস্টার রজত জয়ন্তী ও ৫জন সিস্টার প্রভুতে চিরতরে আত্মনিবেদন করেন। সিস্টারদের আজীবন ব্রত ও জয়ন্তী উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ সিস্টারদের উদ্দেশে সন্ধ্যায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনার মাধ্যমে তাদের জন্য প্রার্থনা ও মঙ্গল যাচনা করা হয়। ব্রতীয় জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রা পথে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত তাঁদের পাশে ছিলেন। সফলতায়, ব্যর্থতায় ও সুন্দর সেবাকাজে ঈশ্বরের মঙ্গল হাতের স্পর্শ তারা অনুভব করেছেন তাই উৎসবকারী প্রত্যেকজন সিস্টার সরবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন। সাক্রামেন্তীয় আরাধনা শেষে জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ মঙ্গল শোভাযাত্রা করে খাবার ঘর চত্বরের সামনে প্রবেশ করেন। সেখানেই সিস্টারদের উদ্দেশে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল সিস্টারদের হাতে রাখি বন্ধন পরিয়ে দেন। যে রাখি বন্ধন হলো একতার চিহ্ন, ব্রতীয় জীবনে যা সবাইকে একত্রিত করে। তারপর সিস্টারদের হাতে জলন্ত প্রদীপ তুলে দেওয়া হয়। সিস্টারগণ এই প্রদীপের মতই নিজেকে ব্যয়িত করে সেবাক্ষেত্রে জনগণের মাঝে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। সিস্টারদের মঙ্গলকামনায় ঐশবাণী পাঠ ও ভক্তিমূলক নৃত্যের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

৬ জানুয়ারি সকাল ৯:৪৫ মিনিটে আজীবন ব্রত ও জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ, আর্চবিশপসহ আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং উৎসব পালনকারীদের আত্মীয় পরিজন ও সুধীজন এসএমআরএ সিস্টারদের মাতৃগৃহ তুমিলিয়ার চ্যাপিলের সামনে সমবেত হন। সেখানে উৎসবকারী সিস্টারদের ফুলের বুকে পরানো হয় এবং তাদের হাতে জলন্ত প্রদীপ তুলে দেওয়া হয়। সবাই শোভাযাত্রা করে কীর্তনের মধ্যদিয়ে সাধু যোহন বাপ্তিস্তার গির্জা তুমিলিয়ায় মহা খ্রিস্টযাগের জন্য প্রবেশ করেন। আজীবন ব্রত ও জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের উদ্দেশে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগে ৫ জন সিস্টার চিরতরে প্রভুতে আত্মদানের উদ্দেশে মহামান্য আর্চবিশপ, শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল ও একজন উত্তরাধিকারিণীর সামনে তাদের ব্রতবাণী উচ্চারণ করেন এবং শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল (সিস্টার মেরী শুভ্রা) সিস্টারদের ব্রতবাণী সংঘের নামে গ্রহণ করেন। এরপর রজত, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ ধীরে ধীরে বেদীর সামনে এগিয়ে এসে তারাও তাদের জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ব্রতবাণী উচ্চারণ করেন। আর্চবিশপ ও শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল তাদের বাণী গ্রহণ করে তাদের হাতে পোপ মহোদয়ের আশীর্বাণী স্মৃতি তুলে দেন। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে ব্রতীয় জীবনের তাৎপর্য ও গুরুত্বসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা খুব সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেন। একই সাথে দীর্ঘ ত্যাগের জন্য মণ্ডলীর পক্ষে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান।

খ্রিস্টযাগের শেষে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল আর্চবিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও আত্মীয় স্বজন-সহ বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব প্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানান। এছাড়া তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিস্টারদেরও প্রিয় পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনকে যারা উদারভাবে তাদের সন্তানদের মণ্ডলীতে তথা এসএমআরএ সংঘে দান করেছেন। তাদের উদারতার জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারপর তিনি আজীবন ব্রত পালনকারী সিস্টারদের মাথায় মুকুট ও মাল্য দান এবং জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের মাল্য প্রদানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর পর পরই কীর্তনের মধ্যদিয়ে সিস্টারদের মাতৃগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিরা মধ্যাহ্ন ভোজের পর আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং আমন্ত্রিত সবার জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই উৎসবমুখর দিনটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

এসএমআরএ পরিবারের পক্ষে-
সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ

বিজ্ঞ/০১/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৩
২৯ জানুয়ারি - ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১৫ - ২১ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীসহ সকলেই শিশু সুরক্ষায় যত্নবান হোক

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার পর প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ দেখাশুনার অধিকার ও দায়িত্ব দেন এবং আহ্বান করেন যেন তারা বংশবৃদ্ধি করে ও ফলবান হয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে মানুষ তাঁর সৃষ্টির কাজে সহযোগিতা করে চলেছে সন্তান জন্মদান ও তৎ পরবর্তী শিশুদের গঠনের মধ্যদিয়ে। পরিবার গড়ে তুলে পিতা-মাতার ভালোবাসার মাধ্যমে ও ঈশ্বরের আশীর্বাদে শিশুর আগমন ঘটে এ ধরাতে। আর এ শিশুই ধীরে ধীরে গঠিত হয় পিতা-মাতা ও প্রতিবেশিদের ভালোবাসায়। আসলে গঠনের সেই কাজটি শুরু করতে হয় পরিবার ও পরিবারের প্রত্যেকজন সদস্যদের কাছ থেকে। পরবর্তীতে শিশু গঠনের মহান কাজে পরিবারের সাথে যুক্ত হয় প্রতিবেশিদের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ ও প্রতিবেশ, শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। অনেকেই সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় শিশুদের গঠনে আগ্রহী হয়। তবে ভালবাসা ছাড়া শুধু প্রত্যাশা নিয়ে শিশু গঠনে সম্পৃক্ত হওয়া একদম ঠিক নয়। কেননা শিশুরা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে ভালবাসা ও প্রত্যাশার ভাষা বুঝে নেয়।

জাতীয় ও মাণ্ডলিক জীবনেও শিশু গঠনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রতি বছর সাধারণকালের চতুর্থ রবিবারে সমগ্র মণ্ডলীতে 'শিশুমঙ্গল রবিবার' উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর তা পালিত হবে ২৯ জানুয়ারি। 'শিশুমঙ্গল রবিবার' উদ্‌যাপন উপলক্ষটি সামনে এনে মাতামণ্ডলী শিশুদের প্রতি তার দরদ, সম্মান ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটায়। একই সাথে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে শিশুদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন ও আদর্শ দানের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে। তাই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন মণ্ডলীর পালকীয় সেবাকাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে ওঠুক। প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকেই শিশু গঠনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরলম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের সাথে আরো অনেক নতুন নতুন ব্যক্তি শিশু গঠনে জড়িত হোক। অনেক উন্নত দেশে শিশু গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে যুবক/যুবতীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আশা করা যায় আমাদের দেশের যুবক/যুবতীরাও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে। পিতামাতার সাথে একাত্ম হয়ে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীগণ শিশুদের যত্নদান ও গঠনে নিরলস কাজ করে চলেছেন। কাজ থেকে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের জীবন নিবেদন ও সুন্দর আচার-আচরণ শিশুদেরকে মুগ্ধ করে রাখে। শিশুরা নিবেদিত জীবনে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই খুঁজে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা। কিন্তু কখনো কখনো অতি অল্প সংখ্যক উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীর শিশু নির্যাতনের ঘটনা সকলকে ভাবিয়ে তুলে। শিশুদের মতো উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদেরও চলমান গঠন প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

প্রতিবছর মাতামণ্ডলী ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে 'যিশুর নিবেদন বা যিশুকে মন্দিরে উৎসর্গীকরণ পর্ব' পালনের মধ্যদিয়ে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের আত্মমূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়। তাই সকল সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য এই দিবসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণও আশীষমণ্ডিত দিন। স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্নভাবে নয় কিন্তু ভক্তজনগণসহ যাজকগণ মিলে এই দিনে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের নিয়ে বিশেষ প্রার্থনা, নির্জন ধ্যান-আত্ম-মূল্যায়ন ও নানাবিধ অর্থপূর্ণ কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করতে পারেন। উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীগণ তাদের এই সুন্দর জীবন আহ্বানের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নিজেদের দুর্বলতা-অপারগতা, অযোগ্যতা, উদাসীনতা, অবহেলার জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ঈশ্বর ও মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আত্মমূল্যায়ন করে সংশোধিত হয়ে পবিত্র জীবনযাপনের অঙ্গীকার নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করেন। জীবন-ব্রতে বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের নামে কাজ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে জীবন উৎসর্গ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

যিশুকে আদর্শ মেনে উৎসর্গীকৃত জীবনে নিবেদিত ব্যক্তিগণ শিশুদের কল্যাণে নিজেদেরকে আরেকটু বেশি নিবেদন করবেন এবং শিশুদেরকে যিশুর দিকে পরিচালিত করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করি। যিশুর দিকে পরিচালনা করার অন্যতম শক্তি তারা লাভ করবেন প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থেকে। বিভিন্নমুখী কাজ ও প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে সন্ন্যাসব্রতী কেউ কেউ প্রার্থনার প্রাধান্য ভুলে গিয়ে কর্মকে ধর্ম করে সন্ন্যাসব্রতী জীবনের সৌন্দর্যহানি ঘটাচ্ছেন। যারা অবচেতনমনে ও অসচেতনতায় উদাসীনভাবে উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন করছেন তাদেরকে সচেতন করার একটি নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের। দীক্ষাস্নাত যাজক হিসেবে আমরা সবাই নিজেদেরকে যিশুর চরণে নিবেদন করি এবং শিশুকে সুরক্ষা দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি। অন্যের দিকে আঙ্গুল না তুলে নিজের পরিবারের শিশুদের সুরক্ষা দেই। একটি জরিপে দেখা গেছে, শিশুরা পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। সকল পরিবারে শিশুবান্ধব ও নিরাপদ পরিবেশ পেলে আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতে নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলবে॥ †

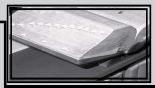

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে। *(মথি ৫:৬)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

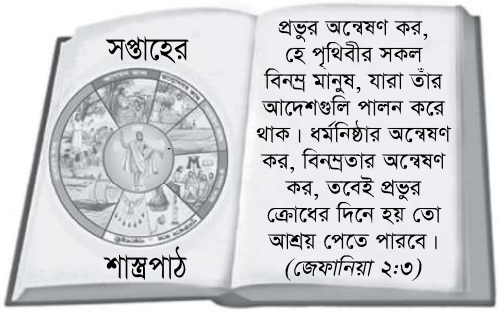

প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ, যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক। ধর্মনিষ্ঠার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর, তবেই প্রভুর ক্রোধের দিনে হয় তো আশ্রয় পেতে পারবে। *(জেফানিয়া ২:৩)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ জানুয়ারি - ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৯ জানুয়ারি, রবিবার
জেফা ২: ৩, ৩: ১২-১৩, সাম ১৪৫: ৬গ-৭, ৮-৯ক, ৯খগ-১০, ১ করি ১: ২৬-৩১, মথি ৫: ১-১২ক

৩০ জানুয়ারি, সোমবার
হিব্রু ১১: ৩২-৪০, সাম ৩০: ২০-২৪, মার্ক ৫: ১-২০

৩১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু জন বস্কো, যাজক, *স্মরণ দিবস*
হিব্রু ১২: ১-৪, সাম ২১: ২৬-২৭, ২৮, ৩০-৩২, মার্ক ৫: ২১-৪৩

১ জানুয়ারি, বুধবার
হিব্রু ১২: ৪-৭, ১১-১৫, সাম ১০২: ১-২, ১৩-১৪, ১৭-১৮ক, মার্ক ৬: ১-৬

২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
প্রভুর নিবেদন পর্ব
মালা ৩: ১-৪ (বিকল্প হিব্রু ২: ১৪-১৮), সাম ২৪: ৭-১০, লুক ২: ২২-৪০ (সংক্ষিপ্ত ২: ২২-৩২)

৩ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু ব্লেইস, বিশপ ও ধর্মশহীদ, সাধু এঙ্গগার, বিশপ
হিব্রু ১৩: ১-৮, সাম ২৭: ১,৩,৫, ৮খ-৯কখগ, মার্ক ৬: ১৪-২৯

৪ জানুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
হিব্রু ১৩: ১৫-১৭, ২০-২১, সাম ২৩: ১-৬, মার্ক ৬: ৩০-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯২৪ ফাদার আলবের্তো কাজ্জানিগা পিমে
+ ১৯৯৮ ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড সিএসসি

৩১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৮ সিস্টার মেরী রীতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৮ সিস্টার মার্গারেট মুর্মু সিআইসি (দিনাজপুর)

১ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৪৭ ব্রাদার আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফাদার লুইস ফোনো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার এডওয়ার্ড ম্যাসাট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার টেরেন্স ডি. কেনার্ক সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার বার্টল্ড রড্রিকস (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এলেক্সিজ আর্সেনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফাদার জেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৭ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ ব্রাদার এলড্রিক যোসেফ ডেনিস সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফাদার হেরল্ড ব্রিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৪ ফাদার অভিদিও নেভলনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফাদার লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সিস্টার ক্যাথেরিন ও'সুল্লিভ্যান আরএনডিএম
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী ক্লেয়ার পিসিপিএ

৩ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৮৮ ফাদার এন্ড্রু সার্ভেট ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার মেরী এলজিয়ার আরএনডিএম (ঢাকা)

৪ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৭৫ ফাদার লিউনিদাস মোর সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার ফাউস্তিনো চেসকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার বিমল জে. রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার আসোন্তা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার যোসেফ পিশোতো সিএসসি (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

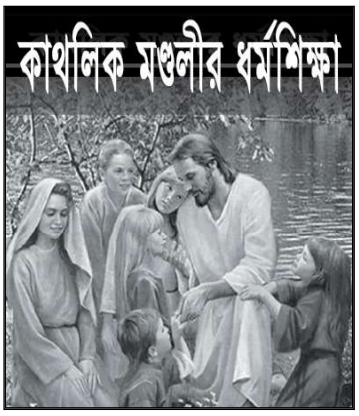

॥জ॥ এই সংস্কারের সেবাকর্মী

১৪৬১: যেহেতু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদূতদের উপর এই পুনর্মিলন সেবাকর্মের ভার ন্যস্ত করেছেন, তাই তাদের উত্তরাধিকারী বিশপগণ এবং তাদের সহকর্মী যাজকগণও এই সেবাকর্ম সম্পাদন অব্যাহত রাখেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশপ ও যাজকের, তাদের পুণ্য পদাভিষেক গুণে 'পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে' সব পাপ মার্জনা করার ক্ষমতা।

১৪৬২: পাপের ক্ষমা ঈশ্বরের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গেও পুনর্মিলন আনয়ন করে। প্রাচীনকাল থেকে নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলীর দৃশ্যমান মস্তক বিশপকেই পুনর্মিলনের ক্ষমতা ও সেবাকর্মের প্রধান অধিকারী বলে যথার্থভঅবে গণ্য করা হত: তিনিই হলেন এই প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত বিধিবিধানের প্রধান পরিচালক। যাজকগণ, যারা বিশপের সহকর্মী, তারা বিশপ (অথবা সন্ন্যাসব্রতী সংঘের অধ্যক্ষ) অথবা পোপের কাছ থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর আইন অনুসারে প্রাপ্ত দায়িত্ব বলে এই সংস্কার সম্পাদন করেন।

১৪৬৩: কতিপয় বিশেষ গুরুতর পাপ একজনকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পূর্ণমিলন থেকে বিচ্যুত করে, যা হচ্ছে কঠোরতম মাণ্ডিলিক শাস্তি- যা একজনকে সংস্কারসমূহ গ্রহণে এবং কিছু কিছু মাণ্ডলিক ক্রিয়া সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে; যার ফলে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইইন অনুসারে পোপ, স্থানীয় বিশপ, কিংবা তাদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রদত্ত যাজকগণ ব্যতীত কেউ সেই সমস্ত পাপের ক্ষমা দিতে পারেন না। তবে মৃত্যু-সংকটে যে-কোন যাজক, এমনকি পাপস্বীকার শোনার অধিকার থেকে বিবৃত্ত এমন যাজকও প্রত্যেক পাপ ও পূর্ণ-মিলনচ্যুতি মোচন করে দিতে পারে।

১৪৬৪: যাজকদের কর্তব্য খ্রীষ্টভক্তদের অনুতাপ সংস্কার গ্রহণে উৎসাহিত করা, এবং খ্রীষ্টভক্তেরা যতবার সঙ্গত কারণে এই সংস্কার গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, ততবার যাজকদের এই সংস্কার প্রদান করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৪৬৫: যাজক যখন এই অনুতাপ সংস্কার সম্পাদন করেন তখন তিনি উত্তম মেষপালক, যিনি হারানো মেষ সন্ধান করেন, দয়ালু সামারীয়, যিনি ক্ষতস্থঅন বেঁধে দেন, দয়ালু পিতা, যিনি অপব্যয়ী পুত্রের অপেক্ষায় থাকেন ও সে ফিরে আসলে তাকে স্বাগত জানান, এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারক, যার বিচার ন্যায্য ও দয়াশীল - প্রমুখ ব্যক্তির সেবাকাজ সম্পন্ন করেন। যাজক হলেন পাপীর জন্য ঈশ্বরের দয়াশীল ভালবাসার চিহ্ন ও মাধ্যম।

১৪৬৬: পাপস্বীকার শ্রোতা ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতার প্রভু নন, কিন্তু সেবক মাত্র। এই সংস্কার-সেবাকর্মী খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ও তাঁর ভালবাসার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করবেন। তার থাকবে খ্রীষ্টীয় আচরণের সঠিক জ্ঞান, মানবিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা এবং পতিত মানুষের প্রতি সম্মান ও সংবেদনশীলতা; তিনি সত্যকে ভালবাসবেন, খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন, এবং অনুতাপীকে ধৈর্য সহকারে নিরাময় ও পূর্ণ পরিপক্কতার দিকে পরিচালনা করবেন। অনুতাপীকে ঈশ্বরের করুণার কাছে অর্পণ ক'রে তার জন্য তিনি প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

১৪৬৭: এই সেবাকাজের স্পর্শকাতরতা ও মাহাত্ম্য, এবং ব্যক্তির যথাযথ সম্মানের কারণে, খ্রীষ্টমণ্ডলী ঘোষণা করে যে, পাপস্বীকার শ্রোতা প্রত্যেক যাজকই কঠোরতম শাস্তির দায়বদ্ধতায় পাপস্বীকারে শেঅনা পাপীর সমস্ত পাপ সম্বন্ধে সকল গোপনীয়তা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে বাধ্য। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণকারীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবগত কোন তথ্যই তিনি কাজে লাগাতে পারেন না। ব্যতিক্রমহীন এই গোপনীয়তাকে বলা হয় 'সংস্কারীয় মুদ্রাঙ্কন', কারণ অনুতাপী, যাজকের কাজে যা প্রকাশ করেছে তা সংস্কারের দ্বারা 'মুদ্রাঙ্কিত' হয়ে থাকে॥

ফাদার পলাশ হেনরী গমেজ এসএক্স

সাধারনকালের ৪র্থ রবিবার
"স্বর্গসুখ লাভের মহামন্ত্র"

১পাঠ : জেফা ২: ৩, ৩: ১২-১৩
২য় পাঠ : ১ করি ১: ২৬-৩১
মঙ্গলসমাচার : মথি ৫: ১-১২ক

"Beatitudes" বা অষ্টকল্যাণ বাণী অথবা "স্বর্গসুখের মহামন্ত্র"-কে বলা হয় নতুন নিয়মের দশ আজ্ঞা। একদিকে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা যেমন মানুষের বিশেষভাবে বাহ্যিক করণীয় দিকগুলোর উপর জোর দেয়, অন্যদিকে নতুন নিয়মে এই অষ্টকল্যাণ বাণী কিন্তু আমাদের স্বার্থপরতার খোলস ভেঙ্গে "আমিত্ব" থেকে বের হয়ে বরং "নিঃস্বার্থভাবে প্রতিবেশিকে ভালবাসা যায়", এই মনোভাবের উপর জোর দিয়ে থাকে। এই "স্বর্গসুখ লাভের মহামন্ত্র" অনুসরণের মাধ্যমেই কিন্তু একজন মানুষ সত্যই স্বর্গ ও মর্ত্যের চোখে "ধন্য" হয়ে উঠতে পারে। যিশু কিন্তু এখানে পুরাতন নিয়মকে উপেক্ষা করে নয় বরং নতুন নিয়মের শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা "ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশিকে ভালবাসা" এরই প্রেক্ষাপটের নিরিখে বর্তমানে বাস্তবতায় আমাদের কি করণীয় তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। একটি ধর্মনিরপেক্ষ মণ্ডলী/সমাজ (ঐশ্বরাজ্য) গড়ে তোলার জন্য সেসমস্ত উৎকৃষ্ট গুণগুলো প্রয়োজন, "স্বর্গসুখের মহামন্ত্র" জপে আমাদের সেই সদগুণগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেন।

তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান বাস্তবতার আলোকে পূণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস এই অষ্টকল্যাণ বাণী বা "স্বর্গসুখ লাভের মহামন্ত্র" কে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেন, যা আজকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনপথে "খ্রিস্টীয়ভাবে" জীবন-যাপনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যাখ্যাগুলো নিম্নরূপ:

- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যারা "অন্তরে দীন" এবং যাদের রয়েছে একটি সহজ সরল হৃদয়। যারা আধিপত্য বা অহংকার ছাড়াই নিরলসভাবে অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। যারা সম্পদ লাভ বা জাকজমকপূর্ণ জীবন বা কোন বিলাসিতা ছাড়াই শুধুমাত্র যিশুর "নম্রতা" গুণদ্বারা নিজেদের বিশস্ত বা টিকে রাখতে পারে, সেখানে ঈশ্বর সত্যই রাজত্ব করবেন।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যারা অন্যের শোকে শোক প্রকাশ করতে পারে, বিশেষভাবে যারা বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং যাদের মৌলিক অধিকার জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, যারা সব হারিয়ে নিঃস্ব এবং অসহায়, তাদের সঙ্গে যারা সহমর্মিতা প্রকাশ করার মাধ্যমে যিশুর মত অভাগার ভাগ্যও বরণ করে নিতে পারে; একদিন এরাই ঈশ্বরের প্রকৃত সান্তনা পাবে।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যে জোর করে চাপিয়ে বা বল প্রয়োগ বা বশ্যতা মানতে বাধ্য করা থেকে বিরত থেকে সর্বদা প্রভু যিশুর "নম্রতা, ভালবাসা, ক্ষমা" সদগুণগুলো অনুশীলন করে। সে একদিন প্রতিশ্রুত দেশ বা "শাশ্বত জীবন" এর উত্তরাধিকারী হবে।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যে অন্যের এবং সমগ্র বিশ্বের ন্যায্যতার জন্য তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত। নিজ নিজ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও সার্বিক মঙ্গলের জন্য আরো ন্যায্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন লাভের প্রত্যাশায় অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই মহতী উদ্যোগ কাজের জন্য ঈশ্বর অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যে দয়ালু, যারা হৃদয় কঠিন রাখে না বরং বলিদানের পরিবর্তে সর্বদা করুণা দ্বারা পাপীদের স্বাগত জানায় ও সাদরে গ্রহণ করে। সর্বোপরি, যিশুর পবিত্র মঙ্গলসমাচার পাপীদের কাছে থেকে লুকিয়ে না রাখে বরং সর্বদা তাদের কাছে তা সাগ্রহে প্রকাশ ও প্রচার করে; তারাই একদিন ঈশ্বরের দয়া পাবে।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ যার রয়েছে শুচি হৃদয় ও স্বচ্ছ আচরণ। যে কখনো নিজের দুর্বলতা বা পাপকে ঢেকে রাখা বা গোপন করে না অথবা অস্পষ্টভাবে তা ব্যাখা দেয় না। একদিন সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যারা "শান্তির তরে কাজ করেন" এবং সবর্দা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। যারা হৃদয়ে বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব পোষণের পরিবর্তে সর্বদা একতা, ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের বীজ বপন করে। এমনকি তারা সমগ্র বিশ্বে খ্রিস্টের শান্তি- যা জগত দিতে পারে না- তা ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে, তারাই কিন্তু প্রকৃত ধন্য এবং একদিন এরাই ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
- ধন্য সেই মণ্ডলী/সমাজ, যারা ধর্মশহীদ হবার জন্য মৃত্যুকে ভয় পায় না বরং ন্যায়বিচার প্রত্যশায় সর্বদায় সমস্ত প্রতিকূলতা, নিপীড়ন বা অপমান সহ্য করে এবং সাথে সাথে সেই কষ্টভোগীদের সঙ্গে কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে যিশুর পবিত্র ক্রুশকে চিনতে ও জানতে সাহায্য করে থাকে। একমাত্র সেইখানে ঈশ্বর প্রকৃত রাজত্ব করতে পারেন।

  তাই আসুন আমরা খ্রিস্টমণ্ডলীর সক্রিয় সভ্য হিসাবে এই অষ্টকল্যাণ বাণীর চেতনা দ্বারা প্রত্যেক খ্রিস্টীয় সমাজকে জাগ্রত করে তুলি। কারণ একমাত্র মঙ্গলসমাচারভিত্তিক মণ্ডলীই যিশুর প্রকৃত মুখের ছবি দর্শন বা প্রকাশের অধিকার রাখে। তাই আমরাও আজকে নিজ নিজ অবস্থান ও পরিবার থেকে জীবন বাস্তবতার আলোক এই "স্বর্গসুখের মহামন্ত্র" দ্বারা নিজেদের যাচিয়ে নেই এবং এর প্রকৃত অন্তর নিহিত অর্থ বুঝে সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে এই জগকেই "ঐশ্বরাজ্য" হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করি।

অনুধ্যান:

- যিশুর উল্লেখিত "স্বর্গসুখের মহামন্ত্র" মনোভাবের সঙ্গে আমার মনোভাবের কি কি মিল রয়েছে?
- আমার ব্যক্তিগত/সমষ্টিগত জীবনে আমি/ আমরা কিভাবে "স্বর্গসুখ লাভের মন্ত্র" অনুসরণ ও অনুশীলন করতে পারি?

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার ২০২৩ উপলক্ষে জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ (পিএমএস)-এর জাতীয় কার্যালয়ের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও শুভেচ্ছা। সবেমাত্র কিছুদিন আগেই আমরা নতুন একটি বছর আরম্ভ করলাম। মহামারির ভয়াল থাবা থেকে বিশ্ব অনেকটা মুক্ত হলেও স্বার্থান্বেষী যুদ্ধের থাবা থেকে বিশ্ব এখনো মুক্ত নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে নানা ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে রেখেছে। তবুও আমরা আশা করি যে নবাগত বছরটি ভাল হবে, ভাল কাটবে। প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসবকাল পেরিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই সাধারণকালে প্রবেশ করেছি। এ বছর সাধারণকালের চতুর্থ রবিবার অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি আমরা শিশুমঙ্গল রবিবার (Holy Childhood Sunday) হিসেবে পালন করতে যাচ্ছি গোটা খ্রিস্টমণ্ডলীতে। এই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন শিশু যিশুর ভালবাসার কোমল স্পর্শে সবার জীবনে বয়ে আনুক নতুন আশা, দেশ ও খ্রিস্টমণ্ডলীর সেবা করার নতুন চেতনা, উদ্যম ও অনুপ্রেরণা।

রোমে অবস্থিত International Secretariat of Missionary Childhood এবারের শিশুমঙ্গল রবিবারের মূলমন্ত্র হিসেবে ‘communion’ অর্থাৎ ‘মিলন’ এর উপর জোর দিয়েছেন যা সহযাত্রীক মণ্ডলীর ভাবধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন নিজেদের মধ্যে মিলন ও অংশগ্রহণ যথার্থ হয়, তখনই তো আসে মিশনারী অর্থাৎ প্রেরণকর্মী হওয়ার উদাত্ত আহ্বান। ‘শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে’ – আমাদের এ বছরের মূলসুর সেই মিলন কথাটিরই প্রতিধ্বনি। কতই না সুন্দর বিশ্বের শিশুদের দেখতে, শেখানো যে খ্রিস্টমণ্ডলী একটি বৃহৎ পরিবার যেখানে প্রত্যেকে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের অধিকার আছে একাকী না থাকার। বিশ্বের শিশুরা যখন অনুধাবন করতে পারে যে, তারা মণ্ডলী কর্তৃক ভালবাসার পাত্র, গৃহীত ও সুরক্ষিত, তখন তারা অন্তরে কতই না আনন্দবোধ করে।

গোটা পৃথিবী জুড়েই Missionary Childhood বা পবিত্র শিশুমঙ্গল দল হল এমন এক বীজতলা যেখানে সকল শিশু বিশ্বাসে ও প্রেরণকর্মে গঠিত ও উদ্বুদ্ধ হয়। যার প্রভাবে শিশুরা নিজেরাই বিশ্বাস প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শিশুমঙ্গল এমন এক ক্ষেত্র যেখানে শিশুরা আমন্ত্রিত অন্যান্য অভাবী, দরিদ্র, সুবিধা-বঞ্চিত, অসুস্থ শিশুদের এবং যে সমস্ত শিশুরা ঈশ্বরকে জানেনা তাদের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিতে। শিশুরা যেন যিশুর ছোট্ট মিশনারী হতে শেখে, পিএমএস জাতীয় অফিস সেই প্রয়াসই ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক স্থানীয় অফিসগুলির মধ্যদিয়ে চালিয়ে থাকে – যেখানে সম্পৃক্ত থাকেন অনেক বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, কাটেখিস্ট ও শিশু এনিমেটরগণ।

আমাদের শিশুদের ধর্মশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুষম মানবিক গঠনদানে পিতা-মাতার পাশাপাশি ধর্মপল্লীর স্থানীয় শিশু এনিমেটরগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাদের স্বেচ্ছা সেবাকাজ সত্যিই অতুলনীয় এবং প্রশংসার দাবিদার। পুণ্যপিতার শিশুমঙ্গল দপ্তরের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে সকল পালপুরোহিত, সহকারী পালপুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টার, কাটেখিস্ট এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করছি, যারা সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশ মণ্ডলীর শিশুমঙ্গল কার্যক্রমে নিজেদের শ্রম ও মেধা বিলিয়ে দিয়েছেন। ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের পবিত্র শিশুমঙ্গল দপ্তরের জন্য আপনাদের দান সংগ্রহের পরিমান ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক নিম্নে প্রদান করা হল:

ধর্মপ্রদেশ	দানের পরিমাণ
ঢাকা	২,১২,৬৩৪
চট্টগ্রাম	২৩,৭৭৬
দিনাজপুর	৪৬,৬০০
খুলনা	২৭,৬১৭
ময়মনসিংহ	৩৯,২৮০
রাজশাহী	৬৬,৪৫৬
সিলেট	৩২,৫৫০
বরিশাল	২৪,৮০০
মোট	**৪,৭৩,৭১৩**

কথায়: চার লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত তের টাকা মাত্র।

বৈশ্বিক শত প্রতিকূলতার মধ্যেও শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে আপনাদের এই উদার প্রার্থনা ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস ২০২৩ পালন সার্থক সুন্দর হোক – সেই প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টেতে,
ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ
জাতীয় পরিচালক
পিএমএস বাংলাদেশ

শিশু সুরক্ষার দায়িত্ব সবার

লিলি এ গমেজ

শিশু সুরক্ষার বিষয়টি সামনে আসলেই আমরা যাদেরকে দেখি, কোলে নিতে পারি বা আদর করতে পারি তাদেরকেই বুঝি। শিশুর এই অবস্থাটি দেখতে হলে সত্যিকার অর্থে শিশুর পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থা থেকে বিবেচনা করাটাই বেশি শ্রেয়। কারণ কোন শিশু মাতৃগর্ভে থ াকাকালীন অবস্থায় মায়ের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে শিশুর স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঝুঁকিতে পড়ে। কোন কোন শিশু পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার আগেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় শিশুর জীবন ধ্বংস করে দেয়া হয়। বাংলাদেশেও ২/৩ মাসের লক্ষ লক্ষ শিশু এমআর এবং এবরশনের মাধ্যমে প্রতি বছর পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। মাতৃজঠর শিশু সুরক্ষার একটি উত্তম জায়গা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সুরক্ষিত না হয়ে অরক্ষিত হয়ে ওঠে। অনেক শিশুর আগমনে পরিবারে আনন্দ না এসে বিষন্নতা নেমে আসে। তাই মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় শিশু সুরক্ষার বিষয়টি ভাবা দরকার।

শিশু সুরক্ষা কী?

শিশুর প্রতি সহিংসতা, শোষণ এবং নির্যাতন প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়াকে শিশু সুরক্ষা বলা হয়। যৌন হয়রানী, শোষণ, নির্যাতন, অবজ্ঞা বা অবহেলা, বৈষম্য, পাচার, শিশুশ্রম এবং শিশুর প্রতি ক্ষতিকারক প্রচলিত ব্যবহার ও আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশু সুরক্ষার আওতাভূক্ত। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের আইন অনুসারে ১৮ বছর কিংবা এর কম বয়সী ছেলেমেয়েরা শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। জাতিসংঘ সনদের ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুর সহিংসতা, শোষণ, অবমাননা/অপমান এবং অবহেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে; তাই শিশুদের ঘরে ও বাইরে নিরাপত্তা দিতে হবে। শিশু সুরক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় সহিংসতা, শোষণ, অবমাননা/অপমান এবং অবহেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে জানা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিশু সুরক্ষা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন শিশু কোন ধরনের ক্ষতির/নির্যাতনের মধ্যে আছে কিনা বা ক্ষতির মধ্যে পড়ার ঝুঁকিতে আছে কিনা, সুনির্দিষ্টভাবে কোন নির্যাতনের কারণে বিভিন্নভাবে অপমানের বা অবহেলার শিকার হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করা হয় এবং একাজে গভীরভাবে যুক্ত থেকে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে অবমাননা, অপমান ও অবহেলার বিষয়গুলোতে পদক্ষেপ নেয়া হয়।

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নে ৪র্থ লক্ষ্যমাত্রায় গুণগত শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দেশীয় আইন, নিয়মনীতি, সেবা সামাজিকভাবে থাকা প্রয়োজন; বিশেষভাবে সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ন্যায্যতা- শিশুর সুরক্ষার ঝুঁকিকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশু কারা?

যে কোন প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগে, পরিবারে, সমাজে সব চেয়ে বেশি ক্ষতির বা নির্যাতনের শিকার হয় শিশুরা। যার মূল কারণ হলো সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন অনুশীলন যা দুর্বল মানুষের বিপক্ষে কাজ করে। শিশুদের দুর্বল ভেবে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়। স্বাভাবিক শিশুরা যেসব সুযোগ সুবিধা পায় এবং শিক্ষাদীক্ষায় বেড়ে উঠে তেমনিভাবে এই নির্যাতিত শিশুরা বেড়ে উঠতে পারে না। শিশুর স্বভাবজাত বিষয় অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা তা তারা করতে পারে না। শিশুর এই আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে পরিবার এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠা খুবই কঠিন হয়। এই শিশু কখনো যদি নিজের উন্নতি করতে না পারে তাহলে পরিস্থিতি স্থায়ী আকার ধারণ করে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শিশুদের অবশ্যই সুরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া উচিত। যেমন: যেসব শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, অবহেলা ও অযত্ন পায়, পাচার হয়ে যাওয়া শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, পিতা-মাতা ছাড়া অন্যের যত্নে বেড়ে উঠা, পুলিশের আওতাধীন বা শাস্তির অধীনে থাকে শিশু, রাস্তার শিশু, জেলখানার শিশু, বিচারাধীন শিশু, দারিদ্রতায় বসবাসকারী শিশু, হারিয়ে যাওয়া শিশু, জেলখানায় বা পিতা-মাতা দ্বারা নির্যাতিত শিশু, পরিত্যক্ত শিশু, আদিবাসী/সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে অনিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশু, মেয়ে শিশুদের ভগাংকুর কর্তন, জোর করে কম বয়সে বিয়ে দেয়া, যে শিশুরা কোন প্রাথমিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পায়নি, যারা পর্ণোগ্রাফি বা সাইবার অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছে ইত্যাদি।

কেন শিশু সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্বব্যাপি ১৬ কোটি ৮ লাখ শিশু শ্রমবাজারের সাথে যুক্ত এবং এর অর্ধেকেরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত বলে আইএলও এর তথ্যে পাওয়া যায় যা কোভিডের কারণে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর ২২ হাজার শিশু কাজ করতে গিয়ে মারা যায়। শিশুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে প্রায় ৪০% মেয়ে শিশু। ইউনিসেফের মতে প্রায় প্রায় ২০ লাখ মেয়ে শিশু যৌন ব্যবসায় ব্যবহার হয়। শিশুদেরকেও ভোগ্যপণ্য হিসেবে শোষণ, অপব্যবহার, ক্রীতদাস ও যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মানব-মর্যাদা এবং মানব অধিকারের পরিপন্থি। বাংলাদেশেও একটি বড় সংখ্যক শিশু বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় পেটের দায়ে কাজ করে এবং প্রায় সাড়ে ছয় লাখ শিশু পথে বাস করে। এই শিশুরা অধিকাংশ বিভিন্ন ধরনের নেশা করে। সংসদে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের ৩৪.২% যৌন নির্যাতনের শিকার। তাছাড়া বিভিন্নভাবে তারা শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়। ঝরে পড়া শিশুর হার নেহাৎ কম নয়। শতকরা ৬০ ভাগের উপরে বাল্য বিবাহ হয়। যারা দরিদ্র শিশু তাদের মৃত্যুর হার সাধারণ শিশুদের চেয়ে দ্বিগুণ। শিশুরা তাদের অধিকার নিয়ে সঠিক পরিবেশে বেড়ে না উঠার কারণে তাদের মনো-সামাজিক গঠন বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং কিশোর অপরাধের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে।

শিশু সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য করণীয়

পরিবারই শিশু সুরক্ষার উত্তম স্থান। তবে সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে না পারলে পরিবারও কখনও কখনও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না। যতই দিন যাচ্ছে ততই মানুষের জীবনে নতুন নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে। কখনো আমরা এগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারি আবার কখনো পারি না। যখন পারি না তখন বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। ছেলে-মেয়েদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া এবং সমাজের অন্যান্য পরিবারের সাথে পরিচিত করানো। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করা এবং তা খেলার মাঠ থেকেই শুরু করা উচিত। রাগান্বিত অবস্থায় শিশুদের সাথে কথা বলা ঠিক

নয়। যখন রাগ কমে বা মেজাজ ঠান্ডা হয় তখন শিশুদের সাথে কথা বলা উচিত। ভাল আচরণ করতে উৎসাহিত করা এবং তা করলে তাদের প্রশংসা করা। সঠিক নির্দেশনা, অনুশীলন এবং প্রশংসার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পিতা-মাতা হলেই সব কিছু ঠিক এটা কিন্তু ঠিক নয়; তাদের নিজেদের আচরণও যাচাই করা প্রয়োজন। অনেকে হয়তো শিশুদের শারীরিক নির্যাতন করে না কিন্তু অনেক কথা শুনায়/বকা দেয় এবং ভীতিদায়ক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে যা শিশুদের মনে গভীর দাগ কাটে এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই ক্ষত অনেক শিশু দীর্ঘদিন বয়ে বেড়ায়। তাই পিতা-মাতা হিসেবে নিজেদের এবং সমাজের অন্যদের এই বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। কারণ ছোট ছোট বিষয়ে খেয়াল রেখে শিশুদের সহায়তা করলে শিশুদের অনেক কষ্ট কমানো যায় এবং শিশুরা আনন্দে বেড়ে ওঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন শিক্ষা তথা স্কুলের পরে পিতা-মাতা সভা, ছেলে-মেয়েদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করা/মেনটরিং করার মাধ্যমে নির্যাতন কমাতে পারে। শিশুদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সকল পিতা-মাতার জানা দরকার। যারা জানে না তাদের এই বিষয়ে জানানো এবং কাউন্সেলিং করার মাধ্যমে উন্নয়ন করা যায়।

শিশু নির্যাতন সম্পর্কে পিতা-মাতার স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার; কারণ না জানার কারণে নিজেরা অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশুদের প্রতি অন্যায় করে। শিশুরা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা নির্যাতিত হলে তাদের লক্ষণগুলো কেমন থাকে তা পিতা-মাতা হিসেবে বুঝতে পারা উচিত এবং প্রয়োজনে প্রফেশনাল লোকদের সহায়তা নেয়া দরকার। সর্বদা পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় রাখার প্রচেষ্টা যেমন- ছেলে-মেয়েদের সামনে ঝগড়াঝাটি করা, মাদক গ্রহণ এবং স্ত্রীকে মারধোর করা, পরস্পরকে অসম্মান করে কথা বলা এড়িয়ে চলতে হবে এবং শিশুদের নিরাপত্তার জায়গাটি মজবুত রাখতে হবে। পরিবারে শিশুদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কথা বলা এবং আচরণ করা যাতে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠতে পারে। ছেলে-মেয়েদের পর্যাপ্ত সময় এবং যত্ন করা ও খেয়াল রাখা যাতে পিতা-মাতার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা এবং মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। পারিবারিক নিয়মকানুনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উচিত। কখনো অতিরিক্ত কঠিন আবার কখনো অতিরিক্ত নমনীয় থাকলে শিশুরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে; তারা কোনটা গ্রহণ করবে। ফলে নিয়মাবর্তিতা গড়ে ওঠে না।

শিশুদের মধ্যেই লুকায়িত থাকে অনেক সম্ভাবনা যা ভবিষ্যত জাতিকে নিয়ে যেতে পারে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে এবং পরাতে পারে সম্মানের মুকুটে। কিন্তু তারপরও গোটা বিশ্বে অনেক কিছুর উন্নয়ন সাধিত হলেও শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে এখনো আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি বলে অনেকেই চিন্তিত। শিশুদের সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এটা সবার দায়িত্ব হিসেবে বিভিন্ন পর্যায় থেকে এই বিষয়ে কাজ করা প্রয়োজন। কারণ একজন শিশু একজন ব্যক্তি; সে ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন বস্তু নয়। তাই শিশুর সার্বিক গঠন প্রয়োজন। তাছাড়া শিশুরা ভবিষ্যত দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসেবে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি কোন একক কাজ নয় বলে সবাইকে এ কাজটি ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা এবং দায়িত্ব পালন করা উচিত॥

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মার্কাস রোজারিও

জন্ম: ৩ জুলাই, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
রাহুৎহাটি, গায়ান বাড়ি
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

স্মৃতিতে অম্লান

সময়ের নিষ্ঠুর গতি বিধিতে ফিরে এলো ৩০ জানুয়ারি। গতবছর এই দিনে মার্কাস রোজারিও পরম করুণাময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি স্বর্গে পরম পিতার নিকট আছেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। আসুন আমরা সকলে তার আত্মার চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী: ফ্লোরেন্স রোজারিও
ছেলে ও ছেলের বৌ: মনোজ ও সোনিয়া
বড় মেয়ে ও মেয়ে জামাই: শিউলী ও জেভিয়ার
ছোট মেয়ে: মিতালী
নাতনী: রিয়া
নাতি: রাহুল

বিজ্ঞ/৩৫/২৩

উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপনে পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পলের মৌলিক প্রেরণা

ফাদার ইউজিন জাস্টিন আনজুস সিএসসি

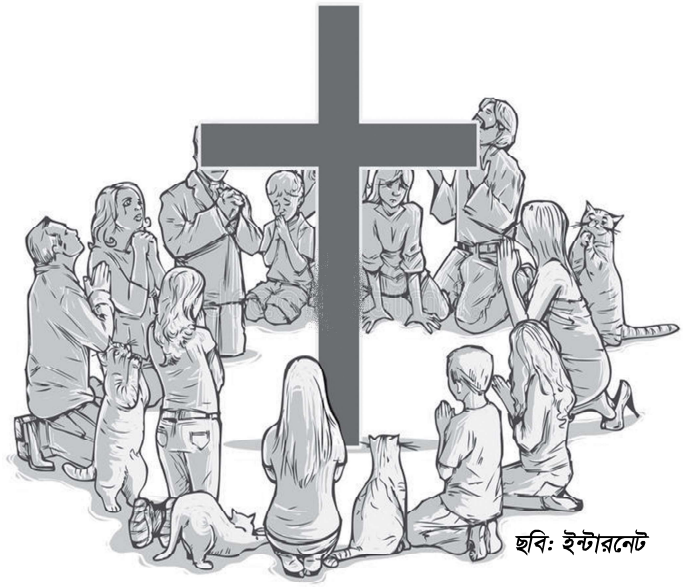

ছবি: ইন্টারনেট

প্রতি বছর বিশ্বজনীন মণ্ডলী ২ ফেব্রুয়ারি "মন্দিরে প্রভুর নিবেদন পর্ব" (*Presentation of Lord in the Temple*) পালন করে থাকে। খ্রিস্টজন্মের মহাজয়ন্তী পালনের প্রাক্কালে ৬ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকান থেকে ঘোষিত *Message Of The Holy Father John Paul II For The I World Day For Consecrated Life* শিরোনামে একটি "বার্তা" বা Message -এর মাধ্যমে পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল এই পর্ব দিনটিকে "উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এর পর থেকে বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। পরবর্তী আলোচনাটি এই বার্তাটির অনুবাদ নয়; কিন্তু অল্প কয়েকটি অংশের কিছুটা ভাবান্তর বা *paraphrase* বলা যেতে পারে। যদিও এই দিবসটিকে ইংরেজিতে *World Day For Consecrated Life* বলা হয়েছে, এর বাংলা করতে গিয়ে আক্ষরিক ভাবে "বিশ্ব উৎসর্গীকৃত জীবনের দিবস" না বলে "উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস" বলাটাই শ্রেয়তর মনে করছি। পুণ্যপিতা নিজেও তাঁর বার্তাটির শেষাংশে দিবসটিকে *World Day of prayer and reflection* রূপে উল্লেখ করেছেন।

এই বার্তাটিতে পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল এই দিবসটি পালন করার কতগুলো কারণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আজ ছাব্বিশ বছর পর তাঁর সেই বার্তাটি নতুন করে অল্প পরিসরে পর্যালোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছি। পুণ্যপিতার এই বার্তাটির শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেন: "উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস এই প্রথমবার উদ্‌যাপন করা হবে ২ ফেব্রুয়ারি, যার উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণ মণ্ডলীকে সাহায্য করা, যেন যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের জীবন মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা অনুসারে খ্রিস্টকে অনুসরণ করার জন্য নিবেদন করেছেন তাদের সাক্ষ্যদানকে অধিকতর মূল্য দিতে পারে, এবং একই সাথে এই সকল উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ যেন তাদের আত্মনিবেদন নবায়ন করার জন্য একটি উপযুক্ত উপলক্ষ্য লাভ করেন এবং প্রভুর সমীপে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করার আগ্রহ পুনঃপ্রজ্বলিত করতে অনুপ্রাণিত হন" [১]।

এই কথাগুলোর মধ্যে লক্ষ্যণীয় দিকটি হল পোপ দ্বিতীয় জন পল যখন প্রথমবারের মতো এই বিশেষ দিবস উদ্‌যাপনের আহ্বান জানালেন তখন এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ মণ্ডলীকে সাহায্য করা ছিল প্রথম উদ্দেশ্য যেন খ্রিস্টমণ্ডলীর সকলে উৎসর্গীকৃত জীবনের মূল্য অনুধাবন করতে পারেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের নিজেদের আত্মোৎসর্গের নবায়ন। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শুধু মাত্র উৎসর্গীকৃত জীবন-যাপনকারী ব্যক্তিদের জন্য পুণ্যপিতা এই দিবসটি ঘোষণা করেননি। পুণ্যপিতার এই দিবসটি ঘোষণার পর থেকে সন্ন্যাসব্রতী যাজক, ব্রাদার সিস্টারগণ বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও অঞ্চল সমূহে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ এবং খ্রিস্টভক্তদের সাথে একাত্ম হয়ে এই বিশেষ দিবসটি পালন করে থাকেন। আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন স্থানে এই দিবসটিতে বিভিন্ন ধর্মপল্লী বা অঞ্চলে বসবাসরত ও কর্মরত সন্ন্যাসব্রতীগণ পৃথক ভাবে কোন গির্জা বা সন্ন্যাসগৃহে, অথবা পালকীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা, সহভাগিতা, আরাধনা, খ্রিস্টযাগ, ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেন। পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পলের এই বার্তাটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, মণ্ডলীর অপরাপর ভাই-বোনদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে শুধু সন্ন্যাসব্রতীগণ "নিজেরা নিজেরা" (বা *exclusively*) দিবসটি উদ্‌যাপন করার কথা নয়। গোটা মণ্ডলীকে সাহায্য করা সম্ভব হবে না, যদি না খ্রিস্টভক্তদের সাথে বা তাদেরকে নিয়ে একসাথে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। তাঁর এই বার্তাটির পরবর্তী প্যারাগ্রাফে তিনি উল্লেখ করেন: "তৃতীয় সহস্রাব্দের দ্বারপ্রান্তে এসে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর জন্য উৎসর্গকৃত জীবনের মিশন-কর্ম শুধুমাত্র উৎসর্গীকৃত জীবনের বিশেষ অনুগ্রহ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঘিরেই ভাবনা (*concern*) নয়, বরং সম্পূর্ণ খ্রিস্টীয় জনমণ্ডলীকে ঘিরে" [১]।

এই উক্তিটি অরও পরিষ্কর ভাবে তুলে ধরে যে, উৎসর্গীকৃত জীবন উদ্‌যাপনের এই দিবসটি পালন শুরু করার পিছনে সম্পূর্ণ খ্রিস্টীয় সমাজ-এর জন্য 'ভাবনা' বা *concern* একটি প্রধান বিষয় ছিল। একই প্যারাগ্রাফে তাঁরই ঘোষিত "উৎসর্গীকৃত জীবন" (***Vita Consecrata***, 25 March, 1996) সর্বজনীন পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পুণ্যপিতা বলেন: "প্রকৃত পক্ষে, উৎসর্গীকৃত জীবন মণ্ডলীর মিশন-কর্মের উপাদানরূপে মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে বিদ্যমান, কারণ তা খ্রিস্টীয় জীবনাহ্বানের অন্তর প্রকৃতি প্রকাশ করে এবং বধূরূপ মণ্ডলীর একমাত্র বরের সাথে মিলনের নিরন্তর প্রচেষ্টাকে চলমান রাখে" [*VC* 3]।

এই উক্তিটির মাধমে তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে: (১) উৎসর্গীকৃত জীবন খ্রিস্টমণ্ডলী থেকে পৃথক এবং ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং তার অবস্থান মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে; (২) সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর

জীবনাহ্বানের যে অন্তরস্থ প্রকৃতি রয়েছে উৎসর্গীকৃত জীবন তা প্রকাশ করে এবং (৩) সাধু পলের কথা অনুসারে খ্রিস্ট হলেন বর আর মণ্ডলী হল তাঁর বধু। খ্রিস্ট বরের সাথে বধুরূপ মণ্ডলীর মিলনের বাস্তব প্রচেষ্টা গতিশীল রাখে উৎসর্গীকৃত জীবন *(২ করি ১১:২; এফেসীয় ৫:২৫-২৬)*। এজন্য এই উক্তির অন্তর্নিহীত অর্থ হল: যে ঐশ জনগণকে নিয়ে মণ্ডলী গঠিত, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবসটি উদ্‌যাপন করাই সমীচীন।

পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জন পল তাঁর এই বার্তাটির পরবর্তী অংশে উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস পালনের তিনটি প্রধান কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে এগুলো হল:

প্রথমত: এই দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রভুর মহৎ দানস্বরূপ উৎসর্গীকৃত জীবন যা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাজকে সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করে তোলে তার জন্যে প্রভুর প্রশংসা ও ধন্যবাদ করা।

দ্বিতীয়ত: এই দিনটি ধার্য করা হয়েছে সমগ্র ঐশজনগণ যেন উৎসর্গীকৃত জীবন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং এর মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারেন। এ বিষয়ে পুণ্যপিতা বলেন: "উৎসর্গীকৃত জীবন উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস নির্ধারণ করার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট, কারণ এটি উৎসর্গীকৃত জীবন বিষয়ক ঐশতত্ত্ব ঈশ্বরের জনগণের পক্ষে অধিকতর ব্যাপকভাবে ধ্যান করার ও অনুধাবন করার নিশ্চয়তা দান করবে" [৩]।

তৃতীয়ত: এই দিবসটি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসর্গীকৃত জীবন-যাপনকারীগণকে উদ্দেশ্য করে। এই দিবসটিতে একত্রে মিলিত হয়ে তাঁদের মধ্যে প্রভুর যে-অনুগ্রহ দান করেছেন এবং মহৎ কার্য সমূহ সম্পাদন করেছেন তা উদ্‌যাপন করার জন্য, আরো প্রদীপ্ত বিশ্বাসের আলোতে পবিত্র আত্মা দ্বারা বিকীর্ণ ঐশরিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করার জন্য, কারণ মণ্ডলীতে ও জগতে তাঁদের অপরিহার্য মিশন-কর্ম সম্পর্কে সমুজ্জ্বল চেতনা লাভের জন্যই তাঁরা আহূত [৪]।

পুণ্যপিতা বিশেষ এই দিবসটি 'মন্দিরে প্রভুর নিবেদন পর্ব' দিনটিতেই ধার্য করেছেন। যেহেতু প্রভুর নিবেদন পর্বটি বিশ্বজনীন মণ্ডলীর পর্ব, তাই মণ্ডলীর অপরাপর ভক্তজনদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে এই দিবসটি পালন করা হলে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য ক্ষীণ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। প্রভুর নিবেদন পর্ব দিনটিতে আমরা এটাই উদ্‌যাপন করি যে, ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফ প্রভু যিশুকে যখন মন্দিরে নিয়ে আসেন, তখন 'প্রভু ও তাঁর জনগণের মধ্যে সাক্ষাৎ' ঘটে। অপর দিকে সন্ন্যাস জীবন হল মণ্ডলী ও জগতে একটি 'উজ্জ্বল চিহ্ন' (*Splendid sign*) স্বরূপ (Canon 573,1)। তাই সন্ন্যাসব্রতীগণ ও ঐশজনগণ একত্রে মিলিত হয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করলে তা অধিকতর অর্থপূর্ণ হবে।

এই বার্তাটির শেষাংশে এই বিশেষ দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পুণ্যপিতা সমগ্র মণ্ডলীর মিশন-কর্মের সুফল লাভের আশা ব্যক্ত করেছেন। সমস্ত জগতের জন্য যে সন্ন্যাস জীবনের প্রয়োজন রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন সাধ্বী তেরেজার আত্মজীবনী গ্রন্থের একটি উক্তির মাধ্যমে: "What would become of the world if there were no religious (St. Teresa, *Autobiography*, ch.32, n.11)?" [2]

আলোচ্য বার্তাটি পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল ঘোষণা করেছেন *Venerable Brothers in Episcopate, Dear consecrated persons* অর্থাৎ সকল বিশপ ভ্রাতৃগণ ও উৎসর্গীকৃত জীবনে যারা রয়েছেন তাদেরকে সম্বোধন (address) করে। এজন্য বিশপগণ এবং সন্ন্যাস-সংঘ গুলোর কর্তৃপক্ষগণ (*Major Superiors*) পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল যে মনোভাব, কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা স্মরণে রেখে খ্রিস্টমণ্ডলীর সকলে অর্থাৎ বিশপগণ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ, সন্ন্যাসব্রতীগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ একত্রে মিলে যথাযথ ভাবেই এই দিবসটি পালন করার উদ্যোগ নেবেন বলেই আমাদের প্রত্যাশা। এই দিবসটি যেন শুধু সন্ন্যাসব্রতীদের এক প্রকার *Monopoly*-এর মতো হয়ে না ওঠে সেদিকটা যেন বিবেচনায় রাখা হয়। যাদেরকে সম্বোধন করে পুণ্যপিতা এই বার্তাটি ঘোষণা করেছিলেন তারা, অর্থাৎ বিশপগণ এবং সন্ন্যাস-সংঘগুলোর প্রধান কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। বাংলাদেশের (এবং বাংলাদেশে কর্মরত) সকল সন্ন্যাসব্রতীদের গঠন ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্য গঠিত বিসিআর (Bangladesh Conference for Religious) এই দায়িত্বটি গুরুত্ব সহকারেই পালন করে আসছে। এবছরও বিসিআর-এর বর্তমান সভাপতি একটি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে দিবসটি উদ্‌যাপন করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে উল্লেখ করেছেন: *"I will greatly appreciate your organizing and engaging other consecrated religious in this celebration along with other priests and laity* (12 January, 2023)*"*.

এই আহ্বান অনুসারে সবাইকে নিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করার জন্য পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পলের মৌলিক চিন্তা ও প্রেরণা আমাদের অনুচিন্তন ও দিকনির্দেশনার উৎস হয়ে থাকবে বলে মনে করি। পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর এই বার্তাটির উপসংহারে লিখেছেন: I trust that this World Day of prayer and reflection will help the *particular Churches* to treasure ever more the gift of consecrated life and to be measured by its message, to find the proper and faithful balance between action and contemplation, between prayer and charity, and between commitment in the present time and eschatological hope [6].

তাই, পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পলের ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবসটির উদ্‌যাপন সকল সন্ন্যাসব্রতী ও সমগ্র মণ্ডলীর জন্য অর্থপূর্ণ ও সার্থক হোক!

দ্রষ্টব্য: কয়েটি উদ্ধৃতির শেষে [] ব্র্যাকেটে প্রদত্ত নম্বরগুলো পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পলের বার্তাটির অনুচ্ছেদ সমূহের নম্বর এবং *VC* তাঁরই সর্বজনীন পত্র *Vita Consecrata*-এর সংক্ষেপ॥

বর্ষীয়ান

জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও

চারিদিকে যখন ঝা চকচকে নিখুঁত সব
নতুনত্বের ছোঁয়া
তবু আমি আটকে থাকি, সেই অতীতে
ভাঙাচোরা পুরাতনের মায়ায়।
পুরাতন সকল হয়তো বড্ড সেকেলে,
তবু ভীষণ আকর্ষণীয়
খসে পড়া দেয়াল, শুকনো পাতার মরমর শব্দ
মোহনীয় পোড়া মাটির চুলায় রান্নার গন্ধ
যেন ভীষণ রকম এক মাদকতা
এই নতুন যন্ত্রের পৃথিবী থেকে দূরে
অনেক দূরে
আমি একটু শান্তি চাই
পুরনো ঘর, পুরানো আসবাবপত্র,
ভেঙে যাওয়া মাটির পাতিল থাক, পড়ে
থাক অযত্নে
পুরাতনকে আকড়ে ধরে
না হয় বেঁচে থাকুক আমার সর্বস্ব
ভালোবাসা।

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার এবং শিশুর ক্রমবিকাশে আমাদের করণীয়

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ

পবিত্র শিশু মঙ্গল সংস্থা পোপ মহোদয়ের একটি প্রৈরিতিক সংস্থা। এটা পোপ মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় অন্যান্য সংস্থা গুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪৩ খ্রিস্টবর্ষের ১৯ মে বিশপ চার্লস দ্য ফরবিন জানসেন এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থা শিশুদের সার্বিক মঙ্গল ও বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো শিশুদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে এনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ত্যাগস্বীকারের মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা, যেন তারা বিশ্বের অপারগ, অবহেলিত, দরিদ্র, নির্যাতিত ও রোগাক্রান্ত শিশুদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই শিশু মঙ্গল সংস্থার আদর্শ নীতিবাক্য হচ্ছে, "শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে"। এবছর শিশুমঙ্গল রবিবারের মূলসুর হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে, "শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে।"

ফরাসী দার্শনিক রুশো বলেছেন, শিশু জন্ম মুহূর্তে থাকে পবিত্র ও নির্দোষ। জন্ম থেকেই সে বড় অসহায় ও পরনির্ভরশীল। জন্মের পর প্রথম ৫বছর তার সারা জীবনের ক্রমবিকাশের মূলভিত্তি। আমরা সকলেই জানি শিশুর ক্রমবিকাশে তিনটি ক্ষেত্রের ভূমিকা অপরিসীম। ১) শিশুর পরিবার, ২) শিশুর বিদ্যালয় এবং ৩) শিশুর সমাজ ব্যবস্থা।

১। **শিশুর পরিবার:** মানব শিশুর ক্রমবিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে পারিবারিক জীবনে সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ নেই। আগে যৌথ পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নতুন বাবা-মা'কে দিতে পারত। এভাবে সন্তান প্রতিপালনের একটি নির্ভরযোগ্য ধারা পরিবারে প্রবাহমান ছিল। বর্তমানে এধারা বিলীন হয়ে গিয়েছে। এখনকার জটিল সময়ে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ায় ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নতুন বাবা-মা'কে দিতে পারে না। একক পরিবারে নাতি-নাতনীও ঠাকুরমা/ঠাকুরদাদার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ফলে নতুন বাবা-মা'র কাছে পারিবারিক সমস্যা ক্রমশ জটিল হচ্ছে। পক্ষান্তরে যে সকল পিতা-মাতা শ্বশুর-শাশুড়ীকে বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাথে নিয়ে সন্তান প্রতিপালন করছে তাদের পক্ষে সন্তান গঠনের কাজ সহজ হচ্ছে এবং তাদের শিশুরা সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে।

বর্তমান সময়ে শিশুদের শিক্ষাদান অনেক পিতা-মাতার ক্ষেত্রে একটি দুরুহ কাজ ও দায়িত্ব, যা পালন করা অনেক অভিভাবকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "পিতা-মাতাদের পক্ষে তাদের শিশুদের শিক্ষাদান খুবই কঠিন হয়ে পড়ে যখন কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তাদের শিশুদের শুধুমাত্র বিকাল বেলায় দেখে- সেইসব পিতা-মাতাদের জন্য এই শিশু শিক্ষাদান কাজটি আরো দুরুহ।" তাই আমি মনে করি মানব শিশুর ১ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত একজন মায়ের সার্বক্ষণিক দেখা-শুনা খুবই জরুরী। যদি সম্ভব না হয় তাহলে পবিবারের আপন কোন সদস্যকে (শাশুড়ি/মা/পিসিমনি) পরিবারে রেখে শিশুর দেখা-শুনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা। অনেক বুদ্ধিমতি চাকুরিজীবী মায়েরা তাই করে। এতে শিশু সবদিক দিয়েই নিরাপদে থাকে এবং শিশু সাবলীলভাবে বেড়ে উঠে।

পবিত্র বাইবেলে কলসীয়দের কাছে সাধু পৌলের পত্রে যে পারিবারিক উপদেশ রয়েছে তা স্মরণ করে পোপ মহোদয় বলেন, "সন্তানেরা যেন সবকিছুতে পিতা-মাতাকে মান্য করে চলে আর পিতা-মাতারা যেন তাদের সন্তানদের বিরক্ত না করেন।" তিনি আরো বলেন, "শিশুদের বিরক্ত করার অর্থ হলো তারা যা করতে পারেনা, তা তাদের কাছে দাবি করা এবং তা করতে বাধ্য করা। বিরক্ত করা নয় বরং তাদের সাথে পথ চলা এবং নিরাশ না হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি লাভে তাদের সাহায্য করা আদর্শ পিতা-মাতার নৈতিক দায়িত্ব। খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোকে আরো সহিষ্ণু ও মানবিক হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে পুণ্যপিতা বলেন, "আদর্শ ও উত্তম পিতা-মাতাগণ, যারা মানবীয় জ্ঞান ও গুণাবলীতে পূর্ণ, তারা প্রমাণ করতে পারেন যে, 'পরিবার হচ্ছে মানবতার সূতিকাগার'। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের যে শূণ্যতা, ক্ষত ও বিচ্ছিন্নতা, আদর্শ পরিবারগুলোর উজ্জ্বল আলোয় তা পূরণ হয়ে যায় এবং অনেক শিশুরাই তা বুঝতে পারে।"

শিশুমঙ্গল রবিবারে শিশুর পরিবার শিশুর জন্য বিনোদন ও অনুপ্রেরণামূলক কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। পরিবার আরো বড় করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারে। যাদের পক্ষ্যে সম্ভব নয় তারা শিশু দত্তক নিতে পারে। একইসাথে স্বচ্ছল পরিবারগুলো দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অথবা শিক্ষা সামগ্রী দিয়েও সহায়তা প্রদান করতে পারি।

২। **শিশুর বিদ্যালয়:** শিশুর ক্রমবিকাশে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদান ও সঠিক পরিচর্চার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষকই শুধু বেতনের জন্য শিক্ষাদান করে থাকেন। তারা শিশুর সার্বিক বিকাশে তেমন আন্তরিক নন। তবে অনেক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকও আছেন যারা শিশুর গঠনে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমি শিশু মঙ্গল রবিবারে সেইসব নিবেদিতপ্রাণ শিশুবান্ধব শিক্ষকদের অভিনন্দন জানাই।

পরিবার ও বিদ্যালয় এবং পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের কারণে বর্তমান সময়ে শিশুদের শিক্ষাদান ও সার্বিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে সতর্ক করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের মধ্যে চলমান বৈরী সম্পর্ক ও মতভেদ চরম বিপদেরও একটি চিহ্ন, যার কুফল ভোগ করে কোমলমতি শিশুরা। পরিবার ও বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে থাকতে হবে একটা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক, বিরোধমূলক মনোভাব নয়।

যেসব বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব আমরা ধর্মক্লাশে শিশু মঙ্গল রবিবারে শিশুদের জন্য গঠনমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে শিশু মংগল রবিবারের তাৎপর্য তুলে ধরতে পারি। শিশুদের ফুল ও ছোট ছোট উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে পারি। শিশুর পিতা-মাতাকে আমন্ত্রণ করে এদিনের তাৎপর্য তুলে ধরতে পারি।

৩। **শিশুর সমাজ ব্যবস্থা:** শিশুর প্রতিপালনে সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজ বহু আগে থেকেই ক্ষয়প্রাপ্ত। ত্রুটিপূর্ণ এক সমাজব্যবস্থার মধ্যদিয়ে বড় হচ্ছে আমাদের কোমলমতি শিশুরা, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা। সমাজে প্রাপ্ত বয়স্কদের যাবতীয় অন্যায়, দুর্নীতি, অনৈতিকতা অবক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করতে করতে বড় হচ্ছে আমাদের শিশুরা। আবার শিশুদের

মধ্যে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত সেকশন। সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরা বুদ হয়ে আছে মোবাইল গেইমস ও কম্পিউটার নিয়ে ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বিষয় নিয়ে। এভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরা যেন তৈরি হচ্ছে জীবন্ত রোবটে। প্রতিযোগিতার যাঁতাকলে তারা হারিয়ে ফেলছে তাদের কোমল স্নিগ্ধ স্বপ্নের শৈশব। অন্যদিকে সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হচ্চে অপুষ্টি, ক্ষুধা, অশিক্ষা. অত্যাচার, মৃত্যু ও বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনো শিশুশ্রম বন্ধ করতে পারছেনা। অনেক শিশু যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, শিশু পাচার হচ্ছে। সামাজিক এ অব্যবস্থা অংকুরেই নষ্ট করে ফেলছে শিশুদের স্নিগ্ধ সোনালী মনোরম ভবিষ্যৎ। এ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে শিশুদের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে হবে, শিশুদের যত্ন নিতে হবে। এ বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সবাইকে সঠিক দায়িত্ববোধ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশকে মজবুত কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর জন্য এ পবিত্র নিস্পাপ শিশুদের শৈশব থেকেই দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমার আপনার সবার দায়িত্ব। আমরা যারা প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের সামনে জীবন-যাপনে আমাদের আদর্শ হতে হবে।

আজ শিশুমঙ্গল রবিবারে উপরোক্ত বিষয়গুলি আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। আমাদের অনেকের ধারণা শিশুমঙ্গল রবিবারে ধর্মপল্লীর ফাদার-সিস্টারগণই শুধু শিশুদের জন্য সভা-সেমিনারের আয়োজন করবে। আমরা গ্রাম, সমাজ বা ব্লক হিসেবেও এদিনটিতে শিশুদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক বিভিন্ন শিক্ষণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সারা পৃথিবীতে যখন অগণিত নিস্পাপ শিশুদের প্রতি নানান ধরণের অন্যায়-আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই মুহূর্তে 'পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবস' উদ্‌যাপন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই পবিত্র শিশুরা পরমপিতার চোখের মনি, তারা প্রভু যিশুখ্রিস্টের পরম প্রীতিভাজন। পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই শিশুদের প্রতি যিশুর একটা আলাদা ভালোবাসা ও মমত্ববোধ, রয়েছে, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও; তাদের বাঁধা দিওনা। কারণ এই শিশুদের মতো যারা স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই।" আসুন শিশুদের যিশুর হৃদয় নিয়ে ভালোবাসি এবং তাদের বেড়ে উঠতে সর্বান্তঃকরণে সহায়তা করি। শিশুরা যেমন শিশুদের সাহায্য করে, আসুন আমরাও তদ্রুপ শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে যে যেভাবে পারি সাহায্যের হাত প্রসারিত করি।

আসুন শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও আমরা পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিই। আমাদের শিশুদের মনোযোগ আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ করে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার কাজে প্রেরণা দিয়ে যিশুর আদর্শে জীবন-যাপনে সহায়তা প্রদান করি। যেন তারা সিনডীয় মণ্ডলীতে মিলনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে পথ চলতে পারে এবং প্রেরণের চেতনায় মণ্ডলীর কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের শিশুদের সেই আশীর্বাদই দান করুন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. ইন্টারনেট, পোপ ফ্রান্সিসের উপদেশ ২০ মে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ।

ENLISTMENT NOTICE

Applications are invited from the genuine Vendors/ Manufacturers/ Producers/ Suppliers/ Advertising Firm/ Rent-a-Car/Printing Press and Designer for enlistment with MAWTS for the period July 2023 to June 2024 for the following groups.

Group A: Computer/ Computer Accessories
Group B: Printing Press and Design
Group C: Stationery and Office Supplies
Group D: Production Raw Materials Supplies,
i.e. M.S. Pipe, Rod, Sheet, Angle, Shaft, S.S. Pipe, Rod, Sheet, Angle, Shaft, Welding electrode, PVC Pipe, Deep Set Pump Accessories, Fiber Materials, Thai Aluminum Accessories etc.
Group E: Tools, Equipment and Machineries Supplies
Group F: Machineries Maintenance
Group G: Constructions Materials Supplies
Group H: Raw Materials, Food Products, Bedding Supplies
Group I: Rent-a-Car
Group J: Training Materials
Group K: Advertising Firm

Applications forms and general terms and conditions of enlistment will be available at MAWTS. 1/C-1/A, Pallabi, Mirpur-12, Dhaka-1216, Cell: 01718260275 from January 25, 2023 to February 25, 2023 between 8:00 a.m. to 5:00 p.m on all working days or download from our website at www.mawts.org. All completed application will be received by the Administration Department up to 5:00 p.m. on February 28, 2023.

বিজ্ঞ/৩৬/২৩

নাজারেথের পরিবার- আমাদের কাছে আদর্শ

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা

যোসেফ ও মারীয়ার পরিবার গঠন শুরু হয় পিতা ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনা ও পরম সাহস প্রকাশের মাধ্যমে। প্রথম পরিবার গঠন শুরু হয়েছে স্বর্গীয় দূতের ঘোষণা এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ার গর্ভধারণ দ্বারা। প্রথম অবস্থায় যোসেফ মারীয়াকে গ্রহণ না করা ও ত্যাগের চিন্তা করলে, দূতের ঘোষণা শুনে স্বীকৃতি দেন এবং পারিবারিক জীবন শুরু করেন। অপর দিকে দূতসংবাদে মারীয়া উদ্বিগ্ন হলেও স্থির থেকে 'হ্যাঁ' সম্মতি প্রকাশে, "আমি প্রভুর দাসী, আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক।" পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে মারীয়া যিশুর জননী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। পরপর কয়েকটি প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হলেও যোসেফ ও মারীয়া পরিবার গঠনে উভয়েই ভূমিকা পালন করেছেন। নাজারেথের পবিত্র পরিবার এবং আমাদের পরিবারগুলোর সাদৃশ্য বা কতটুকু মিল আছে তা স্বল্প পরিসরে উপস্থাপনার চেষ্টা করব।

আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

একটা প্রশ্ন জাগে, আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া প্রয়োজন? পরিবারের আদর্শ বৈশিষ্ট্য এক দুটোর মধ্যে তো সীমিত থাকে না। অপরিসীম বৈশিষ্ট্যে আবৃত পরিবার। পরিবার একদিনের ব্যাপার নয়, জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এতসব ধৈর্য সহকারে এগুলো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ করতে হয়। প্রথমত: পরস্পরের বোঝাপড়া, আন্তরিকতা, ভালবাসা, বিশ্বস্তা, পরস্পরকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, মর্যাদা প্রদান, সুখ-দুঃখে পরস্পরের সমব্যথী, সহনশীল, ধৈর্য-সহ্য, সন্দেহ থেকে দূরে থাকা, উভয়ের মধ্যে সহভাগিতার মনোভাব, নিরাপত্তা, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর গুরুত্ব প্রদান, সন্তানদের প্রতি স্নেহময়তা, মমতা, সুরক্ষা, সুশিক্ষা, মূল্যবোধ রক্ষা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে অনুশীলন এ জাতীয় অনেক কিছু আদর্শ পরিবারের সম্পদ ও হাতিয়ার।

নাজারেথের পরিবারের দিকে তাকালে যে বিষয়গুলো আলোচনায় আসে তা হলো:

১। বিধান ও ধর্মীয় রীতি-নীতি নিষ্ঠার সাথে পালন।
২। যোসেফের দ্বারা পরিবারকে প্রতিকূল পরিবেশে সুরক্ষা করা।
৩। অভিযোগহীন ও নীরবকর্মী হিসেবে সাক্ষ্য দান।
৪। শান্তিপ্রিয় ও সহনশীল মনোভাব প্রদর্শন।
৫। সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানে যোসেফ ও মারীয়া যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।
৬। ঈশ্বরের নির্দেশ ও তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন।
৭। অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিবারকে পরিচালনা।
৮। যোসেফ দরিদ্র হলেও সুখী পরিবার গঠনে আন্তরিক ও পরিশ্রমী ছিলেন।

ছবি: ইন্টারনেট

৯। যোসেফ ও মারীয়া উভয়েই পরসেবা, সহযোগিতা এবং প্রতিবেশিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন।
১০। ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

নাজারেথের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের মিল-অমিলের কয়েকটি বিষয়:

নাজারেথের পরিবার

১। ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনায় সবকিছু হয়েছে।
২। পরিবার গঠনে প্রারম্ভিক কিছু সমস্যা ছিল।
৩। স্বর্গীয় দূত কর্তৃক মারীয়ার কাছে আনন্দবার্তা ঘোষণা।
৪। মারীয়ার হ্যাঁ সম্মতিতে সবকিছু সম্পন্ন হয়।
৫। নিতান্ত অসহায়ত্বের মধ্যে যিশুর জন্ম।
৬। শিশু যিশুকে রক্ষার জন্য মিশর দেশে পলায়ন।
৭। যিশুর আট দিন বয়সে মন্দিরে পরিচ্ছেদ ও শুদ্ধিকরণ সম্পন্ন হয়।
৮। নিস্তার পর্ব পালনে যিশু বারো বছর বয়সে পিতা-মাতার সাথে মন্দিরে যান।
৯। মোশীর বিধান ও ধর্মীয় নিয়ম পালন যথারীতি সম্পন্ন।
১০। নাজারেথের পরিবার গরীব হলেও কোন অনুযোগ বা অভিযোগ নাই।
১১। সন্তান দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা মারীয়ার জীবনে প্রত্যাশিত ঘটনা।
১২। যোসেফ মারীয়ার পরিবার আদর্শ ও অনুকরণীয়।
১৩। যোসেফ ও মারীয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যিশুকে গড়ে তুলেছেন এবং শতভাগ সফল হয়েছেন।

আমাদের পরিবার

১। ঈশ্বর ও পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে।
২। উভয় পক্ষের সম্মতিতে প্রাথমিক বিষয় দেখা হয়েছে।
৩। মণ্ডলীর বিধান মতে বিবাহ বন্ধনে মিলিত।
৪। পরিবারে সকলের অভিমতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।
৫। স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ব প্রস্তুতির মধ্যে শিশুর জন্ম।
৬। সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে নিরাপদ পরিবেশে সন্তানের জন্ম।
৭। ধর্ম পিতা-মাতার উপস্থিতিতে দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান পালিত হয়।
৮। সুযোগ-সুবিধামত পিতা-মাতার সঙ্গে বা একা উপাসনালয়ে সন্তানদের যেতে হয়।
৯। আমাদের পরিবার ও মাণ্ডলিক নিয়ম-নীতি বিশ্বাসের সাথে পালন করে থাকে।
১০। আর্থিক অভাব অনটনে হতাশার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

১১। কদাচিৎ পরিবারে এমন ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।
১২। সব পরিবারে এমন ঘটনা লক্ষ্য করা যায় না।
১৩। আমাদের পরিবারে সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক শিক্ষায় শতভাগ সফল সব সময় পরিলক্ষিত হয় না।

পরিবারে যিশুর শিক্ষা জীবন শিশু যিশুর বাল্যকাল মিশরেই অতিবাহিত হয়। বাবা-মার সঙ্গে ত্রিশ বছর থাকতে হয় নাজারেথ শহরে গালিলেয়া প্রদেশে। বাইবেলে উল্লেখিত এ সময়ে যিশুর জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। শুধুমাত্র বারো বছর বয়সে পালক পিতা যোসেফ ও মা-মারীয়ার সঙ্গে নিস্তার পর্ব পালনে জেরুসালেম মন্দিরে যান। জেরুসালেম থেকে ফিরে আসার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় নিজ গ্রাম ও শহর নাজারেথে। এ সময়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা বিদ্যাপীঠে তিনি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি বা প্রয়োজন হয়নি। কারণ যোসেফ ও মারীয়া ছিলেন যিশুর উত্তম ও আদর্শ শিক্ষক। যিশুকে তাদের জীবনাদর্শ দিয়ে শিক্ষা দিয়ে আলোকিত মানুষ করেছেন। বাড়িতে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ, ধর্মীয় আলোচনা, পাড়া-প্রতিবেশিদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ, তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন রপ্ত করতে হয়েছে মা-বাবার আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায়।

মারীয়া যেমন দূরদুরান্ত গ্রামে যেতেন আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সেবা-যত্ন করতে, যিশুকেও সকলের সঙ্গে একই মনোভাব নিয়ে সেবা করতে হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, যিশুর দুটি স্বভাব মানবীয় ও ঐশরীক। উভয় ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে পিতা-মাতার প্রচেষ্টার কোন কমতি নেই। এসব বাস্তবতায় বারো বছর হতে যিশু জ্ঞানে-বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যিশু পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করতে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে আত্ম প্রকাশের গুণাবলী নিজেকে নিবেদন করার মত প্রস্তুতিও। জেরুসালেম মহামন্দিরে নিস্তার পর্ব পালনে শাস্ত্রীদের মধ্যে তিনি তাদের কথা শুনছিলেন এবং তাদের নানা প্রশ্নও করছিলেন। তাঁর কথা শুনে সকলেই তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধিতে ও তাঁর সুন্দর উত্তরগুলিতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল *(লুক ২ : ৪৬-৪৭)*। যিশুকে পালক পিতা ও মা তিন দিন পর মন্দিরে আবার ফিরে গিয়ে দেখতে পেয়ে বললেন, "খোকা আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখতো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম।" যিশু উত্তর দিলেন : *"কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব?"* যদিও যিশুর একথার অর্থ বুঝতে পারলেন না কিন্তু তাঁর মা এই সমস্ত কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন। শেষে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানে ও বয়সে যিশু বেড়ে উঠতে লাগলেন, আরও পেতে লাগলেন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালবাসা *(লুক ২: ৪৮-৫২)*। যিশু একজন সচেতন বালক। হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা অন্য কিছু নয়; পিতা ঈশ্বরের হাতে আত্মদান করতে তাঁর মা-বাবাকে প্রস্তুত থাকার বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে- নাজারেথে অস্বীকৃত যিশু নিয়ম অনুযায়ী নাজারেথে সমাজ গৃহে গেলেন। সেখানে শাস্ত্রপাঠ করলেন। উপস্থিত সকলে তাঁর সাধুবাদ করে উঠলেন; তাঁর মুখে এমন হৃদয়গ্রাহী কথা শুনতে পেয়ে তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারা বলল, *"ও কি যোসেফের সেই ছেলেটি নয়? (লুক ৪ : ১৬-২২)।"* অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে মাথার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি সঞ্চারিত না হলে মুখ দিয়ে হৃদয়গ্রাহী কথা বের হবে কিভাবে? যিশু পরিবার হতে সে শিক্ষাই লাভ করেছেন যা এখন অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

তৃতীয়টি- এক নারী যিশুর মায়ের প্রশংসা করে জোর গলায় বলে উঠল, *"আহা, যে গর্ভ আপনাকে ধারণ করেছে, যে স্তন আপনাকে লালন করেছে, তা সত্যিই ধন্য (লুক ১১ : ২৭)।"* আদর্শ মায়ের আদর্শ সন্তান হিসেবে বিশ্বাসীবর্গ ও জনগণ একথাই অকপটে স্বীকার করেছেন মায়েরই স্তুতি। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে মা মারীয়া হচ্ছেন যিশুর প্রথম এবং সবচেয়ে বিশ্বাসী অনুগামিনী *(লুক ১১ : ২৮)*।

মাতামণ্ডলীতে সাধু যোসেফ ও মারীয়ার প্রতি ভক্তি

প্রার্থনায়, উপাসনায় সাধু-সাধ্বীদের নিকট প্রার্থনা ও স্তব আবৃত্তি করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করা হয়। তদ্রুপ সাধু যোসেফ ও ধন্যা মারীয়ার নিকট স্তব আবৃত্তি করে তাদের গুণাবলী এবং অনুকরণীয় অনুপ্রেরণা লাভের একটা সুযোগ-মাতামণ্ডলী আমাদেরকে দিয়েছেন। সাধু যোসেফের পঁচিশটি গুণাবলী এবং ধন্যা মা-মারীয়ার একান্নটি গুণাবলী ও নামকরণে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এছাড়াও মারীয়াকে স্মরণ করে প্রার্থনা, সাধু যোসেফের নিকট আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা, উভয়ের কাছে নভেনা প্রার্থনা করার প্রচলন আছে। এর সবকিছুই আমাদের জীবনে অনুকরণীয়, গ্রহণ ও ধারণ করার মোক্ষম বিষয়।

ভক্তি থেকে মুক্তি একথা স্মরণে রেখে পরিবারে পিতা যোসেফ আর মাতা মারীয়া ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাঁর সন্তানদের আগলিয়ে রাখেন সর্বদা। তাঁরা সন্তানদের ঘিরে রচনা করেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর মা, মায়ের আশ্রয়ে সন্তানদের জীবন এবং পরিবারের পরিচয় বহনে মায়ের তুলনা নাই। যেমন যিশুকে স্বদেশে এবং প্রচারকালে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ও কি সেই সুতোর মিস্ত্রির ছেলে নয়, ওর বাবা-মা কি আমাদের মধ্যে নেই, তবে সে এত জ্ঞান-বুদ্ধি পেল কোথা থেকে? সমস্ত মানব জাতির কাছে যিশুকে ঘিরে এ প্রশ্নটি গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, বাবা-মার অনুপ্রেরণা, শিক্ষা, গঠন হতে এমন একটি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া সহজ কথা নয়। কারণ মা-বাবা সন্তানদের মধ্যেও খুঁজে পান। অতএব শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাদের স্বর্গীয় ও জগতের মা হিসেবে কৃপা আশীর্বাদ আমাদের জীবনের পাথেয় এবং পরম প্রাপ্তিরই সামিল।

সমাপ্তি

প্রভু যিশু প্রচার কাজের জন্য সাময়িক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের শিক্ষা, স্নেহ-ভালবাসার প্রতি অগাধ বাধ্যতা প্রদর্শন করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায়ও মাকে দেখা-শোনা, সেবা যত্ন করতে যোহনকে পরিচয় ও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পরিবারে সাধু যোসেফ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন নিষ্ঠার সাথে। দুঃখ-কষ্টে তিনিও শরীক হয়েছেন যিশু মারীয়ার সঙ্গে। আর মারীয়া সপ্তশোকে হতাশ না হয়ে পরিবারে স্ত্রী হিসেবে আর ছেলের মা হিসেবে অস্থির হননি কখনো। বরং ধৈর্য্যের, সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে একটি আদর্শ পরিবার উপহার দিয়েছেন।

আমরা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি, তিনি যে আদর্শের ভূষণ, প্রেরণাদায়ী মা, সন্তানের রক্ষাকারিণী হয়ে সর্বদা আমাদের পারিবার, সমাজ, মণ্ডলী তথা সমস্ত বিশ্বাসীবর্গের বিশ্বজননী হিসেবে আমাদের পাশে থাকেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ, আশীর্বাদ আমাদের জন্য যাচ্না করেন। ধন্য সাধু যোসেফ, ধন্যা মা-মারীয়া আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

ভূমিকা

আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টকে কেন্দ্র করেই খ্রিস্টধর্মের সূচনা। প্রভু যিশু একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ। মানুষ হিসেবে প্রভু যিশুখ্রিস্ট জাতিতে ছিলেন ইহুদি। ইস্রায়েলকূলের রাজা দাউদের বংশধর হয়ে যিশু প্যালেস্টাইনের বেথলেহেম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা মারীয়া ছিলেন কুমারী; তিনি পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিকভাবে যিশুকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেন। নাজারেথ নামের এক ক্ষুদ্র গ্রামে সাধারণ পারিবারিক জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে যিশু তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। ৩০ বছর বয়স হলে যিশু তাঁর স্বজাতীয়দের কাছে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং অধিকারসম্পন্ন মানুষের ন্যায় ঘোষণা করেন, মানুষের মন পরিবর্তন করার জন্য এবং তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর পিতার রাজ্যের অংশীদার হতে। আধ্যাত্মিক জীবনে নবীনত্ব আনার জন্য তিনি সকল মানুষের প্রতি সনির্বন্ধ আহ্বান জানান, আর তাদের দান করেন মুক্তি ও পরমানন্দের প্রতিশ্রুতি। যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরই মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, আর মানুষকে তিনি আহ্বান করেন খ্রিস্টেরই সঙ্গে এক নিবিড় সংযোগ-বন্ধনে সম্মিলিত হতে, যাতে করে খ্রিস্টে অবস্থান করে প্রতিটি মানুষ জীবনে সুখ ও আনন্দ লাভের দৃঢ় অকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে।

প্রভু যিশুর প্রেরণকাজ ও প্রতিশ্রুতি

যিশুখ্রিস্ট তাঁর যাপিত-জীবনে মানবীয় জীবনের দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট ও বাঁধা-বিপত্তির ঘাত-প্রতিঘাত ভোগ করেছেন। তিনি মানুষের পরিশ্রমকে ও পারিবারিক জীবনকে সম্মান ও সুনামের মর্যাদা দানে উন্নীত করেছেন। মানব সমাজে পুরুষ ও নারী সমমর্যাদার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা ছিল গভীর; তিনি বন্ধুদের ভালোবেসেছেন, রাষ্ট্র ও দেশের প্রতিও তিনি প্রেমনিষ্ঠ ছিলেন। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তাঁকে যে কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য এই জগতে প্রেরণ করেছিলেন তা-ই ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। পিতার প্রতি প্রেমাবিষ্ট ও অনুগত হয়ে তিনি সকল কর্মদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানালেন যে, তিনি সেবা পাবার জন্য নয়; বরং সেবা করতে এবং অনেকের মুক্তির উদ্দেশে নিজের জীবন সমর্পণ করতেই এই জগতে এসেছেন। যিশুর প্রচারকাজে ও আচার-আচরণে তাঁর দেশের তৎকালীন আত্মাভিমানী ধর্মীয় নেতারা প্রতিহত ও ক্ষুন্ন হয়েছিল। তাঁর জীবননাশের জন্যও তারা বদ্ধপরিকর হয়েছিল। যিশু কিন্তু তাদের সকল অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; তবুও তাদের হাতে আসন্ন মৃত্যু-বিপদ এড়াবার জন্য তিনি কোনপ্রকার চেষ্টা করেননি। তৎকালীন দুর্বলচিত্ত ও দাম্ভিক রোমীয় প্রশাসক পোন্তিয় পিলাত ইহুদি জাতির কাছে জনপ্রিয়তা লাভের লোভে যিশুকে ক্রুশের যন্ত্রণাময় ঘৃণ্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। ক্রুশবিদ্ধ যিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বেও তাঁর ঘাতক ও শত্রুদের ক্ষমা করলেন। অবশেষে আপন অঙ্গীকার অনুসারে তিনি তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলেন। পুনরুত্থানের পর তিনি তাঁর শিষ্য ও প্রিয় মানুষদের কাছে বিভিন্ন সময়ে দর্শন দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের সাক্ষাতে পরম মহিমায় উর্ধ্বলোকে উন্নীত হলেন। তবে আপন অঙ্গীকার অনুসারে কালের পূর্ণতায় তিনি পুনরায় আসবেন; তখন মহামহিমায় প্রকাশিত হয়ে তাঁরই দ্বারা রোপিত শষ্যের ফল তিনি সংগ্রহ করবেন। প্রতিটি মানুষকে তার নিজ নিজ কাজ অনুসারে যোগ্য প্রতিফল দিবেন।

খ্রিস্টের দেহরূপ খ্রিস্টমণ্ডলী

পরম পবিত্র আত্মার আশীষে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এক, পবিত্র, সর্বজনীন ও প্রৈরিতিক আধ্যাত্মিক সমাজের সম্মিলন হল খ্রিস্টমণ্ডলী। খ্রিস্টমণ্ডলীর কেন্দ্রে স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট অধিষ্ঠিত সমস্ত মানব জাতির পরিত্রাতা রূপে। যারা খ্রিস্টে বিশ্বাসী, যারা দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছে আর যারা জগতে পরিত্রাণের কাজে সহযোগিতা করে খ্রিস্টের নামের সাক্ষী হয়ে আছে, তাদের সকলেই সম্মিলিত হয়ে আছে এক পবিত্র জনমণ্ডলীতে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনসারে খ্রিস্টমণ্ডলীকে সাধারণত একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার মস্তক স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট, আর যার আত্মা ও প্রাণ স্বয়ং পবিত্র আত্মা। এই দেহ জীবন্ত; যা জীবন্ত দেহের ন্যায় অবিরাম ক্রমবর্ধমান। খ্রিস্টের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্রীকৃত এই মণ্ডলীকে 'ঐশ জনগণ' নামেও ডাকা হয়ে থাকে। এ মণ্ডলী এক জনসমাজ, কেননা ঈশ্বর চাননি যে, মানুষ সামাজিক সমস্ত বন্ধন থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল ব্যক্তিস্বতন্ত্রভাবে ঐশমুক্তি লাভ করুক। জাতি, বর্ণ, কৃষ্টি নির্বিশেষে সকল মানুষই খ্রিস্টমণ্ডলীতে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আহূত। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদা প্রার্থনায় ও কাজে আত্মনিয়োগ করে, যেন সকল মানুষই ঐশ জনসমাজের সদস্য হয়, পবিত্র আত্মাকে লাভ করে এবং সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল যিনি, সেই খ্রিস্টের সাথে মিলিত হয়ে বিশ্বপিতার মহিমা ও প্রশংসা কীর্তন করতে পারে। মানুষ নিয়ে সংগঠিত হলেও অন্যান্য মানব সমাজের মত খ্রিস্টমণ্ডলী কেবল মানবীয় কোন প্রতিষ্ঠান নয়। খ্রিস্টমণ্ডলী একটি ঐশ প্রতিষ্ঠান, কেননা এর প্রতিষ্ঠাতা যিশুখ্রিস্ট, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর। আবার পবিত্র আত্মার ঐশ প্রেরণাতেই ঈশ্বর মানুষকে আমন্ত্রণ করেন খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রবেশ করতে। এই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণাতেই মানুষ হৃদয়ে উন্মুক্ত হয়ে ঐশ অনুগ্রহে খ্রিস্টীয় জীবন ও বিশ্বাস গ্রহণ করে।

খ্রিস্টের আদর্শে খ্রিস্টীয় জীবন

খ্রিস্ট থেকেই খ্রিস্টান নামের উদ্ভব। খ্রিস্টান সেই ব্যক্তি যে যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণ করে। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ করতে হলে খ্রিস্টের প্রতি অনুরক্ত থেকে তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প নিতে হয়। এ জীবন হল সেই খ্রিস্টেরই সাথে সংযোগ, যিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা ও প্রভু। যিশুখ্রিস্টই খ্রিস্টীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ; তিনিই সর্ববিষয়ে জীবন আদর্শ। জীবনের আনন্দে অভাবে, কর্মে, বিশ্রামে, পরীক্ষায়, বিপদ-সম্ভাবনায়, মৃত্যুচিন্তার মানসিক যাতনায় জীবনের সকল অবস্থাতেই বিশ্বাসীভক্ত খ্রিস্টের আদর্শ সামনে তুলে ধরে রাখে। কেননা খ্রিস্টই জীবন পথে তার অগ্রগামী হয়ে পথ চলেছিলেন এবং পিতার কাছে যাবার পথ দেখিয়ে গেছেন। প্রভু যিশুকে এমনিভাবে জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে, কেবল খ্রিস্টের জীবনের বাহ্যিক প্রকাশকে হুবহু অনুকরণ করতে হবে। তা করাও আমাদের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয় বরং খ্রিস্টের সমগ্র জীবনে, বিশেষভাবে তাঁর পুণ্য যাতনাভোগ ও ক্রুশমৃত্যুর মধ্যে পিতার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের এবং মানুষের প্রতি প্রাণঢালা প্রেমের যে মনোভাব তাঁর আত্মিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই মনোভাবকে নিজের আত্মিক জীবনের বৈশিষ্ট্য করে নেয়াতেই বিশ্বাসীর পক্ষে খ্রিস্টের প্রকৃত অনুকরণ। খ্রিস্টের এই মনোভাবকে নিজের আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টায় পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসীকে অনুপ্রাণিত করেন। পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসীকে অন্তরে রূপান্তরিত করে তার মধ্যে খ্রিস্টীয় অনুভূতি ও ভাব জাগিয়ে তোলেন; এ অনুভূতি হল পিতা ঈশ্বরের প্রতি

সন্তানতুল্য আনুগত্য ও সকল মানুষের প্রতি মঙ্গল করার মনোভাব।

পরম মুক্তিদায়ী সাক্রামেন্তীয় জীবন

আমাদের সাথে তাঁর নিজের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে যিশুখ্রিস্ট নিজেকে তুলনা করেছেন মেষপালকের সঙ্গে, জীবন জলের উৎসের সঙ্গে, জীবন ও মুক্তিদায়ী খাদ্যের সঙ্গে। যিশু তাঁর জীবন ও মুক্তিদায়ী কাজ আজও মণ্ডলীতে সম্পন্ন করেন পবিত্র সাক্রামেন্তগুলোর মাধ্যমে (দীক্ষাস্নান, পাপস্বীকার, খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ, রোগীলেপন, যাজকবরণ ও বিবাহ)। আমাদের জন্য মুক্তিদায়ী এই পবিত্র সাক্রামেন্তগুলো যিশু নিজেই স্থাপন করেছেন এবং মণ্ডলীতে বিশপ, যাজক ও উপযাজকগণকে সে সকল সম্পাদন করার অধিকার দিয়েছেন। পবিত্র সাক্রামেন্তগুলোর মধ্যদিয়ে খ্রিস্ট মানুষের কাছে আসেন আর মানুষের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের উপযোগী হয়ে মুক্তিপ্রদ আগমনে নিজেকে প্রদান করেন। আমাদের মানব জন্মের দ্বারা আমরা জাগতিক জীবন লাভ করি; তবে দীক্ষাস্নানের দ্বারা খ্রিস্ট মানুষকে স্বর্গীয় ও নবজীবন দান করেন। মানুষ জীবনে অগ্রসর হয়ে পরিপূর্ণতা পায়; হস্তার্পণ সাক্রামেন্তে মানুষ নবজীবনের পরিপূর্ণতা পায়। মানুষের দৈহিক জীবনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন; আর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য হল খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্তে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে গৌরবান্বিত খ্রিস্টের পবিত্র দেহ ও রক্ত। পাপস্বীকারের মধ্যদিয়ে মানুষ আত্মায় পাপের ক্ষত থেকে আরোগ্যতা লাভ করে। রোগীলেপন সাক্রামেন্তের মধ্যদিয়ে পরম আরোগ্যদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট রোগীর কাছে এসে পাপের সকল চিহ্ন থেকে পরিশুদ্ধ করে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে শক্তিশালী করে তোলেন। ঐশ জনসমাজকে পরিচালনা ও খ্রিস্টীয় শিক্ষার কাজ সম্পাদন করতে যিশুখ্রিস্ট পবিত্র যাজকবরণ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর খ্রিস্টীয় বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি প্রেমে পরস্পরের অবলম্বনরূপে সংযুক্ত হয় এবং এই জগতে ঈশ্বরের প্রেমের প্রতি অনুরক্ত ও তাঁরই সেবায় ব্রতী হয়ে নতুন জীবনের বিস্তার করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সাড়াদান

আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে প্রার্থনাই হল ঈশ্বরের প্রতি প্রথম সাড়াদান। খ্রিস্টবিশ্বাসীর পক্ষে এই সাড়া আরও প্রত্যক্ষ ও গভীর কেননা সে ঈশ্বরের কাছ থেকে অসংখ্য অনুগ্রহ লাভ করেছে। খ্রিস্টবিশ্বাসী একাকী খ্রিস্টের নামে যথার্থভাবে প্রার্থনা করতে অসমর্থ, যদি না পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসীর অন্তরে বাস করে তাকে ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পবিত্র আত্মা মানুষের প্রার্থনা ও চিন্তাধার ঈশ্বরের দিকে তুলে ধরেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রার্থনার মধ্যে প্রধানত তিনটি রূপ দেখা যায়- প্রথমত, ভক্তিপূর্ণ প্রেমে পিতা ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা; দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন; তৃতীয়ত, নিজের ও অপরের মঙ্গল কামনা করে অনুনয় প্রার্থনা। প্রার্থনা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত দুই ধরণেরই হয়ে থাকে। তবে মণ্ডলীতে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা হল প্রভুর স্মরণ উৎসব বা পবিত্র খ্রিস্টযাগ। এছাড়া পবিত্র বাইবেল পাঠ করে বা বাইবেলের বাণী শুনে বিশ্বাসীবর্গ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীই শুনে থাকে। পবিত্র শাস্ত্রবাণীর মধ্যদিয়েই ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান করেন এবং জীবনের আলোকিত পথ দেখিয়ে দেন। প্রার্থনার দ্বারা আমরা বিশ্বমণ্ডলীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করি এবং প্রভু যিশুখ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করি।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাজকর্ম ও চিন্তাধারা

প্রভু যিশুখ্রিস্টের নতুন আদেশ অনুসারে আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হল ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসা। কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে কিন্তু তার ভাইকে ঘৃণা করে তবে সে মিথ্যাবাদী; কারণ যাকে সে দেখেছে সেই ভাইকেই যদি সে ভালবাসতে না পারে, তবে যে ঈশ্বরকে সে দেখে নাই, তাঁকে সে কোন মতেই ভালবাসাতে পারে না। নিজের ব্যাপারে নম্র ও সংযত হয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসী ব্যক্তিগত সততার পরিচয় দেয়, কেননা সে জানে ঈশ্বরের কাছ থেকেই সে সব কিছু পেয়েছে; এই জগতে তার নিজের বলতে কোন কিছুই নেই। তাই খ্রিস্টের আদর্শে পূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত হতে সে সর্বদা সচেষ্ট। প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসী সর্বদা ত্যাগস্বীকার ও উপবাস করে থাকে, নিজের দিক থেকে নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত জীবনে অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও সে ন্যায়পরায়ণ হয়। সে পরিবার, সমাজের ও দেশের সাধারণ নীতি ও রীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। সে পিতা-মাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে বিশেষ করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বিবেক-স্বাধীনতার অধিকারকে সে যথাযথ মর্যাদার চোখে দেখে। প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসী অলসতার পক্ষপাতী নয়; তাই যে কোন কাজকেই সে ভালবাসার সহিত সম্পাদন করে থাকে। মানব সমাজে যেখানেই অন্যায়, অবিচার, কপটতা ও ভণ্ডামি মানুষকে চেপে ধরে আছে, সেখানে সর্বপ্রকার শোষণ এবং ভাই-মানুষের প্রতি সর্বপ্রকার অনিষ্টাচরণ ও প্রতিকূল ধারণার বিরুদ্ধে খ্রিস্টবিশ্বাসী দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে থাকে। কেননা তিনি ভালভাবেই জানেন মানুষ এবং এই জগতের মঙ্গল কামনা করা ও সত্যের স্বপক্ষে থাকা মানেই ঈশ্বরের পথে পথ চলা।

প্রতিশ্রুত শাশ্বত শান্তির জীবন

খ্রিস্টে ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসী হয়েই খ্রিস্টভক্ত ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। খ্রিস্টে সংযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের জীবনের অংশীদার হওয়ায় তখনই তার মধ্যে শাশ্বত জীবন বিরাজ করে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কর্তব্য তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের এই মহান দান অনন্ত জীবন সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলা। যারা এই জীবনে বিশ্বস্ত রয়েছে তারা মৃত্যুর সময়ে তাদের পক্ষে খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে; কেননা যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা অনন্ত জীবন পেয়েই গেছে। দৈহিক মৃত্যু মানুষের দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন করে মাত্র। কেননা খ্রিস্টের সাথে মানুষের যে সংযোগ তা মৃত্যুর সাথে সাথে বিনষ্ট হয় না, বরং মৃত্যুতে মানুষ এই জগত থেকে বিলীন হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চিরন্তন শান্তির রাজ্যে উপনীত হয়। মুক্তি পরিকল্পনার সময় পূর্ণ হলে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুখ্রিস্ট আবার দৃশ্যভাবে মহাপ্রতাপে এই পৃথিবীতে আসবেন। খ্রিস্টের এই আগমনের দিন বা সময়ের কথা কেউ জানে না। তাই আজও খ্রিস্টমণ্ডলী ও তার বিশ্বসীগণ গৌরবময় প্রভুকে সাদরে গ্রহণ ও বরণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কেননা খ্রিস্টের এই আগমনে মানুষ তার জীবনের গন্তব্যস্থলে উপনীত হবে এবং যে গৌরব লাভের উদ্দেশে সৃষ্টি হয়েছিল তা তখন লাভ করবে।

শেষ কথা

খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ খ্রিস্ট এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনবন্ধনে সংযুক্ত হয়। এই বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতেই খ্রিস্ট মানুষের মুক্তি সাধন করেন। যে বিশ্বাস করে সে পিতা ও পুত্র কর্তৃক প্রেরিত পবিত্র আত্মার পুণ্য আশীষ ও দানসমূহ লাভ করে। পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসীদের অন্তরে অধিষ্ঠান করে তাকে ঐশরিক দানে ধন্য করে তোলেন। পবিত্র আত্মার পুণ্য জ্যোতিতে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীই উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। এই জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে সে বুঝতে পারে, তার স্বভাবের অসংযত প্রবণতা তাকে কত অধঃপতনে টেনে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও নিবাস এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে যে রূপান্তর আসে তাকেই বলা হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ। খ্রিস্টবিশ্বাসীর অন্তরে এই অনুগ্রহই তাকে বিশ্বাস, আশা ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পরম সান্নিধ্যের দিকে নিয়ে যায়। কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন॥ ৯০

The Metropolitan Christian Co-operative Housing Society Ltd. is a Co-operative organization dedicated to solving the housing problems of its members. This institution is under registered by Dhaka division registered by Directorate of Co-operatives. The managing committee is going inaugurate a Resort-cum-Restaurant a sister concern of The MCCHS Ltd. considered as income generating project at Pubail, Demorpara in Gazipur. The eligible candidates are invited for the below positions:

1. Operations Manager

Post-Graduation or equivalent with 10/5 years of experience in hospitality management/hotel industry related work experiences shall be preferred.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

2. Senior Executive, Marketing

Post Graduate in Marketing and should have at least 2/3 years of experience in Tourism/Hotel Management industry.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

3. Sales Promotion Officer

Post Graduate in Marketing and should have at least 2/3 years of experience in Tourism/Hotel Management industry.

Number of post : 3
Salary : Negotiable

4. Senior Executive-Billing

Must have post Graduate in Accounting and 2 years experience in related work.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

5. Executive Cash Operations

Must have post Graduate in Accounting and 2 years in experience in related work.

Number of post : 3
Salary : Negotiable

6. Store Keeper

Post-Graduation & with 2 years of experience.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

7. Purchase Officer

Post-Graduation & with 2/5 years of experience.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

8. Front Desk Executive

Post-Graduation & with 2/5 years of experience.

Number of post : 3
Salary : Negotiable

9. Executive Chef

Graduate/HSC or equivalent and minimum 10 years of experience in Culinary industry.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

10. Sous Chef

HSC or equivalent and minimum 10 years of experience in Culinary industry.

Number of post : 1
Salary : Negotiable

Waiter
Number of post : 4

Bartender - Juice bar
Number of post : 2

Butcher
Number of post : 2

House Cleaning in charge
Number of post : 1

House Keeping Attendant
Number of post : 2

Laundry Man
Number of post : 2

Ironing
Number of post : 1

Security in Charge
Number of post : 1

Electrician
Number of post : 1

Plumber
Number of post : 1

Driver Cum Messenger
Number of post : 1

Cook Helper
Number of post : 2

Kitchen Steward
Number of post : 2

Gardener
Number of post : 2

HSC/SSC or equivalent and 2/3 years of work experience in related field and be proficient in English.

Application Regulations:

a) Two copies of passport size (color) photographs taken recently.
b) Age of the applicant should be maximum 38 years and no age barrier for experienced applicants.
c) Should be skilled in computer literacy and proficiency in English (written and verbal) for all positions No. from 1 to 10.
d) The post for which you are interested to apply should clearly be mentioned on the envelope.

The CV should be submitted to the head office of **The Metropolitan Christian Co-operative Housing Society Limited by 10 February 2023**
1) Scrutiny of application forms followed by shortlisting of eligible candidates for written and verbal examination/interview. The scheduled time will be informed by and through society's notice board / SMS / E-mail/Telephone.
2) Any kind of lobbying or recommendation or reference of any particular entity will result in rejection or disqualification.

The Metropolitan Christian Co-Operative Housing Society Ltd.
Archbishop Michael Bhaban
11/1 Manipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh
https://mcchsl.org/resort-job-circular/

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে -

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

'নীড়' রিসোর্ট কাম ট্রেনিং সেন্টার
(জানুয়ারি-২০২৩ হতে বুকিং কার্যক্রম শুরু)

'শান্তি নীড়' বৃদ্ধাশ্রম
(জানুয়ারি-২০২৩ হতে বুকিং কার্যক্রম শুরু)

অডিটোরিয়াম এবং ক্যান্টিন
(বুকিং কার্যক্রম চলমান)

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

স্থায়ী আমানত
৬½ বছরে দ্বিগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস
১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%	৮.০০%	৭.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

✦ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ৯৮৩/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১১.৮০%।
✦ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০০৮/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.১০%।
✦ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
✦ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।

শর্ট টার্ম এইচ.টি.পি.এস.

এক বছর		দুই বছর		তিন বছর	
মোট জমা (১০০০x১২)	১২,০০০/=	মোট জমা (১০০০x২৪)	২৪,০০০/=	মোট জমা (১০০০x৩৬)	৩৬,০০০/=
সুদ ৯%	৫৮৫/=	সুদ ৯.৫%	২,৩৭৫/=	সুদ ৯.৭৫%	[illegible]
বোনাস (নির্দিষ্ট)	৫০০/=	বোনাস (নির্দিষ্ট)	১,০০০/=	বোনাস (নির্দিষ্ট)	[illegible]
প্রদানযোগ্য টাকা	১৩,০৮৫/=	প্রদানযোগ্য টাকা	২৭,৩৭৫/=	প্রদানযোগ্য টাকা	[illegible]

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Deposits Amount	Total Benefit	Total Amount
5 years			
12,900/-	774,000/-	2,26,000/-	1,000,000/-
10 years			
4,850/-	582,000/-	4,18,000/-	1,000,000/-
12 years			
3,700/-	532,800/-	4,67,200/-	1,000,000/-
15 years			
2,630/-	473,400/-	5,26,600/-	1,000,000/-

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Regd. No. 282 Dated 06.06.0978

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ☎ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ ✉ info@mcchsl.org 🌐 www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/০৬/২০২৩

ফিরে দেখি পুরাতন বছর

সাগর কোড়াইয়া

নতুন আরেকটি বছর পেয়েছে পৃথিবী। জোড় বছর ২০২২ পার হয়ে ২০২৩ এসেছে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক একটি ধারণা আছে যে জোড় সংখ্যা সব সময় সৌভাগ্যের প্রতীক আর বিজোড় কখনো সুফল আনতে পারে না। সে হিসাবে জোড় বছর ২০২২ হওয়ার কথা ছিলো সম্ভাবনাময় আর ২০২৩ অবশ্যই দুর্ভাগ্যে পরিপূর্ণ। নতুন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মূল্যায়নের মাপকাঠিতে তা বলা সহজ হবে। তবে এটা সত্য যে, পুরাতন এবং নতুনের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক থাকে। পুরাতন না হলে নতুনের আগমন অসম্ভাবী। তাই পুরাতনে ভর করে নতুনের শুভাগমন ঘটে।

করোনা মহামারি মানুষের জীবন থেকে প্রায় তিনটি বছর কেড়ে নিয়েছে। করোনার পর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ছিলো মোটামুটি করোনা জয়ের বছর। পৃথিবীর মানুষ ভেবেছিলো করোনার পর নির্ঝঞ্ঝাট একটি বছর পার করবে। তাও সম্ভব হয়নি। একটি ঘটনাবহুল বছরই বলতে হবে ২০২২ খ্রিস্টাব্দকে। করোনার পর মানুষের জীবন যুদ্ধের আবহে জড়িয়ে গেল। রাশিয়া ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণকে আন্তর্জাতিকভাবে আগ্রাসন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো সরাসরি ইউক্রেনের পক্ষ অবলম্বন করে। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের মিত্র রাষ্ট্র হিসাবে সহযোগিতা করতে থাকে। পৃথিবীর নানাপ্রান্তের দেশগুলো দুটি পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সারা পৃথিবীর মানুষকে এখনো ভোগাচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ ভেবেছিলেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুঝি লেগে গেল। স্বস্থির বিষয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধেনি ঠিকই কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা পৃথিবীর মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করেছে। বিশ্ব বাজার অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা। খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় তেল, গ্যাসের দাম আকাশচুম্বী।

যে কোন প্রকার যুদ্ধই 'নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা'র মতো। আবার বলা যায় যুদ্ধ বাঁধানো হচ্ছে খাল 'কেঁটে কুমিড় আনা'। রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের অবস্থার সাথে মিল রেখে একটি কৌতুক বলা যায়। ফরাসি বিপ্লবের সময়কার কথা। গিলোটিনে মারা হবে একজন উকিল, ডাক্তার আর প্রকৌশলীকে। প্রথমে উকিল গিলোটিনে মাথা পেতে দিলো। গিলোটিনের ধারালো ব্লেড মাঝপথে আটকে গেলো। নিয়মানুযায়ী বেঁচে গেলো উকিল। তারপর ডাক্তারের পালা। ডাক্তারও একই প্রক্রিয়ায় বেঁচে গেলো। প্রকৌশলীকে নেয়া হলো গিলোটিনের মঞ্চে। সে মাথা পেতে দেয়ার আগে বলে ওঠলো, 'এক মিনিট, ব্লেডটা কেন বারবার আটকে যাচ্ছে সমস্যাটা মনে হয় ধরতে পেরেছি'।

বিশ্বনেতারা অনেকটা প্রকৌশলীর মতো। যুদ্ধ বাঁধানোর মধ্যদিয়ে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনেন। যুদ্ধ সমস্যা সৃষ্টি করে আবার তারাই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে। এরকম নেতাদের তাই যুদ্ধবাজ বলাটাই বরং যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশ নদীমাতৃকার দেশ। হিমালয় থেকে অসংখ্য নদ-নদী সৃষ্টি হয়ে বাংলাদেশের বুক চিরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। পদ্মা-মেঘনা ও যমুনা এর মধ্যে অন্যতম। তবে পদ্মার রূপ কিন্তু অন্যান্য নদীর চেয়ে ভিন্ন। প্রতিমুহূর্তে পদ্মা তার রূপ পাল্টায়। ইতিমধ্যে যমুনা ও মেঘনায় সেতু বসেছে। পদ্মার বুকে সেতু তৈরী করা কল্পনাতীত ছিলো। পদ্মার গভীর তলদেশে ক্ষণে ক্ষণে মাটি ও বালি সরে যাওয়ায় পদ্মার বুকে সেতুর পিলার বসানোর কাজ ছিলো কঠিন। পদ্মা সেতু তৈরী বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন। ২২ জুন সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। দুই যুগ আগে যে সেতুর পরিকল্পনা শুরু হয়েছিলো সেই পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ জেলা রাজধানী ঢাকা এবং বাকি অংশের সঙ্গে সড়কপথে যুক্ত হয়ে গেল। পদ্মার পানি যেমন ঘোলাটে তেমনি পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়েও পানি কম ঘোলা হয়নি। দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংক ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো। অতঃপর নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মিত হয়েছে।

ব্রিটিশ রাজ্যের বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। অস্তমিত হয়েছে ব্রিটিশ সূর্য। তবে সূর্যের তাপের প্রভাব কিন্তু এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ কথা অনেক ক্ষেত্রেই মিলে যায়। এখনো পর্যন্ত রেল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দেশের প্রশাসনিক দপ্তরে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। এটা শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয় বিশ্বের অনেক দেশেই তা লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজা-রাণীর প্রভাব রয়েছে বেশ। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ৯৬ বছর বয়সে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যু ব্রিটিশ রাজতন্ত্র তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি অন্যতম ঘটনা। রাণী তার রাজত্বকালে যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও ৩২টি দেশের রাণী ছিলেন এবং ১৪টি কমনওয়েলথ রাজ্যের ওপর তার রাজত্ব ছিলো। ৭০ বছর ২১৪ দিনের রাজত্ব ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম এবং ইতিহাসের দীর্ঘ সময় যাবৎ ক্ষমতায় থাকা নারী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপ পৃথিবীর মানুষকে আনন্দে ভরিয়ে রাখে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সে হিসাবে বলা যায় ফুটবলেরই বর্ষ। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বকাপ ফুটবল অনেক দিক দিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে। বিতর্কের দিকে যাবো না তবে বিশ্বকাপের মাহাত্ম্য অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে এসে অনেক দলই বাজিমাত করেছে। শক্তিশালী দলগুলো ধরাশায়ী হয়েছে তথাকথিত দূর্বল দলের কাছে। অনেক খেলোয়ারের জন্য ছিলো শেষ বিশ্বকাপ। মেসিকে ভাগ্যবানই বলা চলে। শেষ বিশ্বকাপটা তিনিই জয় করেছেন। বাংলাদেশ যদিও ফুটবল বিশ্বকাপ মঞ্চের ধারে কাছেও নেই তথাপি বিশ্বকাপের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে ছিলো জড়িত। সমগ্র দেশই ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। যা গণমাধ্যমেও ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় 'ভিন্ন মত যে ভিন্ন পথ তৈরী করে' তাই বাংলাদেশের ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকরা দেখিয়ে দিলো।

মেট্রোরেলের সুবিধা যদিও শুধু ঢাকাবাসী ভোগ করবে তবু বলবো এটা বাংলাদেশের উন্নয়নের পাখায় আরেকটি পালক যুক্ত হলো। ২৮ ডিসেম্বর স্বল্প পরিসরে মেট্রোরেল চালু হয়েছে। গন্তব্য উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে এই পথটুকু পাড়ি দিতে সময় লাগবে মাত্র দশ মিনিট দশ সেকেণ্ড। ধীরে ধীরে ঢাকার অন্যান্য প্রান্তেও মেট্রোরেল ছড়িয়ে পড়বে। যানজট আসবে কমে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শুরুটা ভালো হলেও দিন যত যায় ভালোটা মন্দে পরিণত হয়। মেট্রোরেলের শুরুটা অবশ্যই ভালো হয়েছে পরবর্তীতে কেমন হয় তাই দেখার বিষয়। নিয়মই যে অনিয়মে পরিণত হয় তাই দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

নববর্ষের পার্টি চলছে। একে একে নিমন্ত্রিত অতিথিরা বাসায় এসে উপস্থিত। এক সময় হুট করে অচেনা একজন লোক এসে হাজির। এসেই লোকটি টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করে দিলো। সবাই লোকটিকে দেখে অবাক! কিছুক্ষণ পর বাড়ির মালিক এসে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভাই আপনি কে, আপনাকে তো চিনিনা!' লোকটি উত্তর দিলো, 'ঐহ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, এত আয়োজন দেখলে কারই বা মাথা ঠিক থাকে বলুন? আমি বলতে এসেছিলাম, বাইরে আপনার অতিথিদের গাড়ি রাখার গ্যারেজে আগুন লেগেছে। এতক্ষণে মনে হয় সব পুড়ে ছাই'। নতুন বছরে এই কৌতুকের চেয়ে আর কোন মজার কৌতুক আমার জানা নেই। কৌতুকটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে। ইতিবাচকটি হচ্ছে যে যাই মনে করুক নিজের কাজে নিজেকে অটুট থাকতে হবে। আর নেতিবাচক হচ্ছে নিজের আখের গোছাবার মনোভাব পরিত্যাগ করে অন্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই দুটি শিক্ষা আমাদের জন্য নতুন বছরের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠুক॥

আলোচিত সংবাদ

সবাইকে পেনশনের আওতায় আনতে সংসদে বিল পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▯ ঢাকা দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিককে পেনশনব্যবস্থার আওতায় আনতে জাতীয় সংসদে বিল পাস করেছে সরকার। এর মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হবে। সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে ৬০ বছর বয়সের পর থেকে মাসে মাসে পেনশন পাবেন।

দেশে এখন শুধু চাকরিজীবীরা পেনশন পান। গতকাল মঙ্গলবার সংসদে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল-২০২৩ নামের বিলটি পাস হওয়ার মাধ্যমে সবার জন্য পেনশন কর্মসূচি চালু করার আইনি ভিত্তি তৈরি হলো। এখন সরকার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠনের কাজ শুরু করতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষের কাজ হবে পেনশনব্যবস্থা চালু ও তার ব্যবস্থাপনা করা।

জাতীয় সংসদে এই উদ্যোগের প্রশংসা যেমন হয়েছে, তেমনি বিরোধী দলের একাধিক সংসদ সদস্য বলেছেন, এই পেনশনব্যবস্থা ব্যাংকের ডিপিএসের (ডিপোজিট পেনশন স্কিম) মতো। জনগণ চাঁদা দেওয়ার পর সরকার কী পরিমাণ অর্থ দেবে, সরকারের অংশগ্রহণ কী হবে, তা আইনে পরিষ্কার নয়।

বিলে বলা হয়েছে, ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী) সব বাংলাদেশি সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থায় অংশ নিতে পারবেন। বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছরের বেশি বয়সীদেরও এর আওতায় রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীরাও এতে অংশ নিতে পারবেন। অংশ নেওয়া ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দিতে হবে। ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে ১০ বছর চাঁদা দেওয়া শেষে তিনি যে বয়সে উপনীত হবেন, সে বয়স থেকে আজীবন পেনশন পাবেন। ৫০ বছরের কম বয়সীরা ৬০ বছর বয়স থেকে পেনশন পাবেন।

বিলে বলা হয়েছে, পেনশনে থাকাকালীন কোনো ব্যক্তি ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি) অবশিষ্ট সময়ের জন্য (মূল পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়ার আগে মারা গেলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার মনোনীত ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হবে। বিলে বলা হয়েছে, নিম্ন আয়সীমার নিচের নাগরিকদের অথবা অসচ্ছল চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসেবে দিতে পারবে। বিলে সর্বজনীন পেনশন-পদ্ধতিতে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অংশ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে। তবে সরকার সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত সরকারি ও আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা এই পেনশনব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত থাকবেন। বিলে একটি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষে একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য থাকবেন। এদের নিয়োগ করবে সরকার। ১৬ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হবেন অর্থমন্ত্রী।

- প্রথম আলো

মেট্রোরেল আজ থেকে পল্লবী থামবে

স্টাফ রিপোর্টার ▯ রাজধানীর পল্লবীর মেট্রোস্টেশনে আজ বুধবার থেকে যাত্রাবিরতি দেবে মেট্রোরেল। এছাড়া আধঘণ্টা বাড়িয়ে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা চলাচল করবে উত্তরা-আগারগাঁও রুটে চালু হওয়া ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬।

তবে যাত্রীদের সুবিধার জন্য চালু হওয়া তিন স্টেশনের গেট মঙ্গলবার বাদে প্রতিদিন সকাল ৮ টায় খুলে দেওয়া হবে, দুপুর ১২টায় তা বন্ধ হয়ে যাবে। এই সময়ের মধ্যে স্টেশনে যত যাত্রী থাকবে, তা নিয়ে মেট্রোরেল চলাচল করবে বলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সূত্র জানায়। ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএএন ছিদ্দিক মঙ্গলবার জনকণ্ঠকে বলেন, 'আগামী ২৬ মার্চ উত্তরা-আগারগাঁও রুটের বাকি স্টেশনগুলো চালু হবে। বুধবার থেকে পল্লবী স্টেশন চালু হবে। এরপর এক এক করে অন্য স্টেশনগুলো চালু করা হবে। যাত্রীদের জন্য সুবিধার মেট্রোরেলের সময় আধঘণ্টা বাড়িয়ে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে যাত্রা শুরু হবে। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলাচল করবে। - **(দৈনিক জনকণ্ঠ)**

টানা চতুর্থ দিন দূষিত শহরের তালিকার শীর্ষে ঢাকা

স্টাফ রিপোর্টার ▯ টানা চতুর্থ দিনের মতো বিশ্বের দূষিত শহরগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে ঢাকা। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দেখা যায়, এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ২৩৭ স্কোর নিয়ে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী। এর আগে সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে একিউআই স্কোর ২৮৯ নিয়ে দূষিত শহরের তালিকার শীর্ষে ছিল ঢাকা। তার আগের দুইদিনও একই ধরনের অবস্থান ছিল। যদিও এই তালিকা ওঠানামা করছে। এদিন দূষিত শহরের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে দেখা যায় পাকিস্তানের লাহোরকে। শহরটির স্কোর ২০৩। তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারতের মুম্বাই ও চতুর্থ স্থানে ইরাকের বাগদাদ। শহর দুইটির স্কোর যথাক্রমে ১৯৫ ও ১৯৩। এদিকে ১৯২ স্কোর নিয়ে বসনিয়ার সারায়েভো রয়েছে পঞ্চম স্থানে। তাছাড়া বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী শহর কলকাতা রয়েছে সপ্তম স্থানে। এটির স্কোর ১৯০।

- **(দৈনিক জনকণ্ঠ)**

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল

স্টাফ রিপোর্টার ▯ বুধবার (২৫ জানুয়ারি, ২০২৩) ঘোষণা করা হচ্ছে দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের এ কথা জানান। এক প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, আমাদের সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বুধবার বেলা ১১টায় নির্বাচন কমিশনে বৈঠক করব। বৈঠক করে আমরা তফসিলটা উন্মুক্ত করব, তখন আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। সাক্ষাতের জন্য আমরা স্পিকারের কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে নির্বাচনের রাষ্ট্রপতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা ২টায় জাতীয় সংসদ ভবনে গিয়ে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সিইসি। সঙ্গে ছিলেন ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে স্পিকারের সঙ্গে প্রায় আধাঘণ্টা কথা বলেন সিইসি। সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে জাতীয় সংসদের ৬টি আসন শূন্য রেখে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, বর্তমানে যারা বিদ্যমান জাতীয় সংসদ সদস্য, তাদের পাঁচজন বিদেশে থাকতে পারেন, সেটা নির্বাচনে কোনো এ সময় সংসদ সমস্যা করবে না। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, ৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশন। আজ বুধবার (২৫ জানুয়ারি) তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ করা যাবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ২৩ এপ্রিল শেষ হয়ে যাচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ। আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। তাই ২৩ ফেব্রুয়ারির আগেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি শুরু করেছে।

ক্রিস হিপকিন্স হচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী

নিউজিল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জেসিন্ডা আরডার্নের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি ক্রিস হিসকিন্স। শনিবার লেবার পার্টির নেতৃত্বের জন্য একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর কোভিড-১৯ মহামারির সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা হিপকিন্সের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। রোববার লেবার দলীয় ৬৪ আইনপ্রণেতার বা ককাসের বৈঠকে হিপকিন্সের (৪৪) নেতা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর বিবিসির। লেবার পার্টি দলের নেতৃত্বের জন্য একমাত্র প্রার্থী হিসেবে হিপকিন্সের নাম ঘোষণার পর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি মনে করি আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দল। আমরা ঐক্যের মধ্যদিয়ে এ ধারা বজায় রেখেছি এবং তা অব্যাহত থাকবে। এ ধরনের চমৎকার লোকদের একটি দলের সঙ্গে কাজ করতে পেরে নিজেকে সত্যি খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে, নিউজিল্যান্ডের জনগণের সেবা করার সত্যিকারের মনোভাব আছে এদের। বৃহস্পতিবার এক অবাক করা ঘোষণায় নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অরডার্ণ জানান, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আর ক্ষমতা নেই তার' আর সে কারণেই তার সরে দাঁড়ানো উচিত। হিসকিন্স ২০০৮ সালে প্রথম পার্লামেনট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২০ সালের জুলাইয়ে তিনি আরডার্ন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান আর ওই বছরেরই নভেম্বরে কোভিড মোকাবিলাবিষয়ক মন্ত্রী হন॥

টোকাই ও কুকুরের বন্ধন

সংগ্রামী মানব

বসন্তের পরন্ত বিকেলে চারদিক নিস্তব্ধ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন পুষ্প রজনীতে সিগ্ধতা। একে-অন্যের ছুটাছুটি, শিশু-কিশোরদের দুলদুলানি যেন মায়া বিজরিত। এতো এহেতুক কর্ম নয় বরং সত্যের অন্বেষণ। এ সমাজে মানুষে মানুষে কতই না ভেদাভেদ, রেষারেষি। প্রত্যেক জায়গায় বিষাদের সুর প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কেউ ধনী থেকে অতি ধনী হচ্ছে আবার কেউবা দরিদ্র থেকে অতি দরিদ্র হচ্ছে। এ সমাজে কেউ কারও নয়। নিজের স্বার্থ যেখানে মানবের পথচলা সেখানেই। কিন্তু সুমন্ত একটু ব্যতিক্রম। যার মধ্যে কোন কামনা-বাসনা নেই। তার বেড়ে ওঠা সরল পথেই। রাস্তাতেই দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম। ভোর সকালে বেড়িয়ে পরে ময়লা আর্বজনার ভাগাড়ে। পরিত্যক্ত বর্জ্য কুড়িয়ে শ-দুয়েক টাকা আয় করে। পাঁচ জনের পরিবার দুশো টাকা দিয়ে কি দিনাতিপাত করতে পারে? দু'বেলা দু'মোঠো অন্যওতো জুটে না। যেখানে অর্থবিত্তে সমৃদ্ধশালী অনেক মানব উশৃঙ্খলতায় জীবন-যাপন করছে, অপচয় করছে কিন্তু সুমন্ত দুবেলা পেট ভরে খেতেও পারছে না। এটাই কি প্রকৃত সহযাত্রীক সমাজ? আজ তার জীবন দুঃখে ভারাক্রান্ত। নীরব কান্নায় জর্জরিত হয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। যেতে যেতে অবলা প্রাণী, একটি কুকুরের সঙ্গে তার দেখা। সুমন্তকে দেখা মাত্র কুকুরটি দৌঁড়ে তার কাছে ছুটে এলো। তার পায়ের কাছে এসে নিজের গাঁ ঘসতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে কুকুরটি আদর প্রত্যাশী। সুমন্ত কুকুরটিকে আদর করতে লাগল। এক দৃষ্টিতে সে কুকুরটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এই অবলা প্রাণী যে কিনা মালিক প্রেমী। মনিবের জন্যে যেকিনা নিজ জীবনও দিয়ে দিতে পারে। এ সমাজের মানবেরা কেনই বা এই রকম নয়? কেনই বা তারা স্বার্থপর, সার্থন্বেষী ও অহংকারী। কথাগুলো স্মরণে সুমন্তের দু'চোখ বেয়ে মহাসাগরীয় অশ্রু বের হতে লাগল। যেন হাজার বছরের লুকায়িত বেদনা আজ প্রকাশিত হচ্ছে। অচেনা কুকুরটি তাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। সে ভাবছে, মানবের অসহনীয় অত্যাচারে প্রাণীটি আজ ছন্নছাড়া। যেখানে যায় সেখানেই লাঞ্চিত হয়। কেউতো নেই ওর আর্তনাদ শুনার। তবুও ও কিনা মানবপ্রেমী এক দীপ্তমান সৈনিক, বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। সুমন্ত এইবার শান্ত হল। তার মধ্যে চেতনা ফিরে এলো। এই চেতনা সংগ্রামের চেতনা। এই চেতনা নব আরম্ভের চেতনা। মনোবল ও দৃঢ়তা পেয়ে সে আজ মহাখুশী। অবলা কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে সুমন্ত দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলল মহাতারুণ্যের পথে॥

ক্যাথরিন এ্যলিছিয়া রোজারিও
হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

"নারী-অনন্যা"

প্রভা লুসী রোজারিও

নারী তুমি অসাধারণ, অনন্যা, অপরিসীম
নারী তুমি অতীব সুন্দর, বিজীতা, মূল্যবান
তুমি প্রকৃত যোদ্ধা, তুমি সৃজনশীল,
বুদ্ধিমতী
নারী তুমি সৎসাহসী, তুমি বিচিত্র পরিশ্রমী,
পরাক্রমী।
নারী তুমি সবার থেকে আলাদা
সৃষ্টিকর্তা মাতৃজঠরে নিজের হাতে বুনেছেন
তোমাকে
নারী তুমি বিশেষ স্বভাবের, তুমি গঠনমূলক
তোমার জীবনের বিকল্প কেউ নেই।
মহান সৃষ্টির মধ্যে তুমি গুরুত্বপূর্ণ
একটি অংশ
নারী তুমি মনে রেখো,
যত সমালোচনা টানবে
ততই তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে
আমরা নারী, সমালোচনা পেলে
ভয়ে পিছিয়ে যাই
কারণ, লোকে আমাদের অনেক
দাবিয়ে দিবে
কিন্তু মনে, রেখো থামা উচিত নয়।
নারী, তুমি মনে রেখো যত রহস্যের
মুখোমুখী হবে
জীবনে উৎসাহ তত বাড়াতে পারবে।
সমালোচনা পৃথিবীর অভ্যাস
কিন্তু ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য, এটাই হলো
আসল সিঁড়ি।
অতি সুখে কিংবা দুঃখে সমালোচিত হবে
তুমি যখন ঠিক কাজ করবে,
তখন কেউ দেখবে না
যখন একটি ভুল করবে, তখনই
সমালোচনার সম্মুখীন হবে।
পিছন ফিরে তাকিয়ে থাকলে,
আগুয়ান সম্ভব নয়
তাই দিন শেষে সমস্ত সমালোচনা সরলতার
স্নানে ঝেড়ে ফেলো
দেখবে, মনটি ঠিক আবার নতুন উদ্যমে
কাজ করছে।
যত দুর্বলতা আটকাবে, তত বুদ্ধিমত্তা
দেখাতে পারবে।
নারী তাই তুমি ক্ষমতাবান, তুমি মমতাময়ী
নারী তুমি ধৈর্য্যশীল, তুমি যত্নকৌশলী
তুমি পার, কারণ তুমি নরকে সাথে নিয়ে
ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশ কর তোমার সকল
গুণাবলী দিয়ে।
তাই, নারী তুমি সত্যি অনন্যা॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

শিশুদের ১০ হাজার চারাগাছ রোপণ

আফ্রিকা মহাদেশের মালাউই দেশের কাথলিক ডায়োসিস ডেডজার পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটি মিসিও স্লোভাকিয়ার সহায়তায় শিশুমঙ্গলের সদস্যদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী হাতে নেয় এবং জানুয়ারি ৭ তারিখে টিসানগানো ধর্মপল্লীতে ১০ হাজার বৃক্ষরোপণের মাইলফলক অর্জন করে। বৃক্ষরোপণের মধ্যদিয়ে ডেডজার ডায়োসিসকে প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হবার শিক্ষাদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ডেডজা ডায়োসিসের পিএমএস পরিচালক ফাদার পিটার মাদেয়া বলেন, পিএমএসের মধ্যদিয়ে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার কারণ হলো যাতে করে শিশুরা প্রকৃতিকে ভালোবেসে বৃদ্ধি পেতে পারে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর সার্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি'তে শিশুদের ভবিষ্যৎ মণ্ডলী আখ্যায়িত করে যে আহ্বান করেছেন; শিশুদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে আমরা সে আহ্বান বাড়িয়ে তুলছি। শিশুরা এ কাজে জড়িত থাকায় তারা প্রকৃতির যত্ন নিয়ে ঈশ্বরের জয়গানে আরো বেশি মনোযোগী হবে। ফাদার মাদেয়া আরো জানান, বৃক্ষরোপণের অনুশীলনটা প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ব সন্ধ্যায় শুরু যাতে করে শিশুরা বুঝতে পারে যে, ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্য দিয়েও নিজেকে প্রকাশ করেন এবং যখনই শিশুরা উপাসনা করার পরিকল্পনা করে তখনই যেন প্রকৃতির যত্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করে। টিসানগানো ধর্মপল্লীর ২৩৫জন শিশু বিভিন্ন এলাকাতে বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করে। ইতোমধ্যে গতবছর বায়ানি গির্জাতে মোট ৪ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে এবং ৪৭জন শিশু সেগুলোর যত্ন নিচ্ছে। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ গাছই টিকে আছে। ডায়োসিসের শিশুমঙ্গল এনিমেটরদেরকেও একাজে যুক্ত করা হয়েছে তদারকি করার জন্য।

মিয়ানমারের আর্মি কাথলিক গির্জা ধ্বংস করছে

বার্মিজ আর্মিরা উত্তর-পূর্ব মিয়ানমারের একটি কাথলিক গির্জা ধ্বংস করেছে। ভাতিকানের ফিদেজ সংবাদ সংস্থার তথ্যানুযায়ী, মান্দালয় আর্চডায়োসিসের সাগাইং অঞ্চলের খ্রিস্টান অধ্যুষিত চানথার গ্রামে অবস্থিত স্বর্গোন্নীতা মা মারীয়া নামে প্রাচীন গির্জায় আর্মিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৫ জানুয়ারিতে সৈন্যরা গির্জার কাছে অবস্থিত ফ্রান্সিসকান মিশনারী সিস্টার কনভেন্টেও আগুণ ধরিয়ে দেয়। ৩ হাজার খ্রিস্টভক্তসহ সিস্টারদেরকে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। ৫ শ'র মতো ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়। গ্রামে শুধু ধ্বংসস্তুপ পড়ে রয়েছে। এলাকায় সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে এবং স্থানীয় সূত্রগুলো ফিদেসকে বলেছে যে, এলাকাটি পিপলস্ ডিফেন্স বিদ্রোহীদের একটি শক্ত ঘাটি বলে মনে করা হয় এবং যারা ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা বার্মিজ সামরিক জান্তার বিরোধিতা করে।

মান্দালায় এর আর্চবিশপ মার্কো টিন উইন আর্তনাদ করে বলেন, মিয়ানমারের জনগণ ভীষণ যন্ত্রণাময় সময়ে বসবাস করছে। মান্দালয়ের অর্ধেক স্থানেই সংঘাত চলমান যা আমাদেরকে ভীষণভাবে কষ্ট দেয়। আমরা শত-সহস্র আভ্যন্তরীণ অভিবাসীকে সহায়তা দিচ্ছি। কাথলিক ধর্মপল্লীগুলোর ৫টিতে আগুণ দেওয়া হয়েছে। আমরা যা করতে পারি তা করছি। আমরা আশা হারাচ্ছি না কেননা আমরা জানি প্রভু যিশু আমাদের সাথে আছেন। খ্রিস্টভক্তরাও ঈশ্বরে আস্থা রাখে। উল্লেখ্য যে, গির্জাঘর আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও গির্জার আরাধনার চ্যাপেল প্রজ্বলিত আগুন থেকে রক্ষা পায়। এটি এমন একটি চিহ্ন যা বিশ্বাসীভক্তকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রভুই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

নির্যাতিত খ্রিস্টানদের সাথে সংহতি প্রকাশে ইণ্ডিয়াতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমাবেশ

মধ্য ভারতের রাজ্য ছত্রিশগড়ের কিছু খ্রিস্টানদের অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক গৃহছাড়া করা হলে তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করার জন্য গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন ধর্মের ৩০০জন নেতৃবৃন্দ নয়াদিল্লীতে মিলিত হন। সংহতি সমাবেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ইহুদী ও বাহাই ধর্মাবলম্বীরা মোমবাতি প্রজ্জালন করে প্রার্থনা করেন এবং যে সকল খ্রিস্টানেরা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ না করায় সহিংসতার শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান করেন। এর পূর্বে গত ৮ জানুয়ারি সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রালের সামনে দিল্লী আর্চডায়োসিসের আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের আয়োজনে আন্তঃমাণ্ডলিক এক সমাবেশ হয়। ছত্রিশগড়ের নারায়নপুর এবং কণ্ডাগাও জেলায় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই সহিংস আক্রমণগুলো হয় জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সমর্থনে যেহেতু খ্রিস্টানগণ তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী প্রকৃতি পূজারি বিশ্বাসে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। নারায়নপুরের ১৮টি এবং কণ্ডাগাও এর ১৫টি গ্রামে আক্রমণ চালানো হয়। সামাজিক চাপ ও আক্রমণের কারণে ডিসেম্বরের মধ্যভাগ থেকে উক্ত গ্রামগুলো থেকে প্রায় ১০০০জন মানুষ অন্য এলাকায় চলে যায়।

দিল্লীর আর্চবিশপ অনিল যোসেফ টমাস কৌতো ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস দেন এবং স্থানীয় ও ফেডারেল সরকারকে আহ্বান করেন ত্বরিৎ গতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। সমাবেশে উপস্থিত প্রত্যেক ধর্মের নেতৃবৃন্দ সকলে মত প্রকাশ করে বলেন, সকল ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখানো দরকার। ভারতে ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইন পাশ হবার পর ২০২১ খ্রিস্টাব্দেই ছত্রিশগড় এলাকাতেই খ্রিস্টানেরা সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হন। স্থানীয় এক খ্রিস্টান নেতার ভাষ্য অনুযায়ী, আক্রমণকারীরা প্রায়ই আদিবাসী খ্রিস্টানদের হুমকি দিয়ে বলে তারা যদি খ্রিস্টান থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই গ্রাম ছাড়তে হবে আর তা না হলে আক্রমণ চলতেই থাকবে।

কাবো ভের্দের মণ্ডলী বিশ্বাস লাভের ৫০০ বছরের পূর্তি উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে

সান্তিয়াগো দে কাবো ভের্দের বিশপ, কার্ডিনাল আরলিন্দো গোমেজ ফূরতাদো সম্প্রতি ক্ষয়প্রাপ্ত প্রথম কাথলিক ক্যাথিড্রাল থেকে তিন বছরের কার্যক্রম প্রকাশ করেছেন। মিন্দেলের ও সাও ভিচেন্তের বিশপও জুম অ্যাপের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এইমাসের শেষের দিকে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে জুবিলীর কার্যক্রম শুরু হবে। কার্ডিনাল সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন, ৫০০ বছরের পূর্তি উদ্‌যাপন জীবন কাবো ভের্দের সকলের জীবন ও ইতিহাস প্রতিনিধিত্ব করে। বিভিন্ন কনফারেন্স, প্রামাণ্য দলিল তৈরি ও প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হবে। এক দশক (২০২৩-২০৩৩) ধরে চলবে এ প্রস্তুতি। উল্লেখ্য ৩ জানুয়ারি ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৭ম ক্লেমেন্ট এক নির্দেশনার মাধ্যমে সান্তিয়েগো ডায়োসিস প্রতিষ্ঠিত করেন॥

তথ্যসূত্র : news.va

নবাই বটতলাতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ

মা-মারীয়ার তীর্থের একাংশ

ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া ▯ দীর্ঘ ন'দিন নভেনার মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর ১৬ জানুয়ারি মহা সমারোহে পালিত হল রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব। ১৫ জানুয়ারি বিশপ জের্ভাস রোজারিও বিকাল ৩:৩০ মিনিটে নবাই বটতলা ধর্ম পল্লীতে আগমন করেন এবং উনাকে সান্তালী ও উরাও কৃষ্টিতে অর্ভ্যথনা জানান স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ। এরপর ছিল নভেনা এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও তিনি তার উপদেশে বলেন, গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকলে মা মারীয়া এখনও শুনবেন। তারপর রাত ৮ টার সময় ৫টি ব্লক থেকে আলোর শোভাযাত্রা করে গ্রোটোর সামনে এসে, মালা প্রার্থনা করা হয় এবং মাঠের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়। তারপর মা মারীয়ার গ্রোটর সামনে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে মায়ের চরণ ধূলি গ্রহণ করা হয়। শাস্ত্র পাঠের পর ফাদার উত্তম রোজারিও উপদেশ প্রদান করেন। তিনি তার উপদেশে বলেন যে, রক্ষাকারিণী মায়ের আশীর্বাদ আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর পর গ্রামের পক্ষ থেকে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার স্মৃতিচারণ করেন কার্লুশ মারান্ডী।

১৬ জানুয়ারি সকাল ৮:৩০ মিনিটে পবিত্র ক্রুশের পথ করা হয়। পবিত্র ক্রুশের পথ পরিচালনা করেন, পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া। তারপর সকাল ১০ টার সময় নৃত্য কন্যা, সেবক দল, যাজক বৃন্দ ও বিশপ মহোদয় শোভাযাত্রা করে বেদী মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং বেদীর চারপাশে ধূপারোতি দেন। রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার গলায় পুষ্প মাল্য পরিয়ে দেন পৌরহিত্যকারী বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডি.ডি.। তিনি তার উপদেশে এই স্থানের ইতিহাস তুলে ধরেন। এই তীর্থে ১৪-১৫ হাজার তীর্থ যাত্রী উপস্থিত ছিলেন। যাজকদের সংখ্যা ছিল ৩২ জন এবং সিস্টারদের সংখ্যা ছিল ২০ জন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরপর খ্রিস্টভক্তগণ দলে দলে মায়ের চরণে মানত প্রদান করেন এবং মায়ের কৃপা আশীর্বাদ গ্রহণ করেন॥

ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবর্গের বার্ষিক সেমিনার

বরেন্দ্রদূত ▯ "Synodal Life Style of the priests in a Parish" এ মূলভাবকে কেন্দ্র করে গত ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবর্গের বার্ষিক সেমিনার। এ সেমিনারে উপস্থিত ছিল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, চ্যাপ্তেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও, ধর্মপ্রদেশের উন্নয়ন প্রশাসক ফাদার উইলিয়াম মূর্মূসহ ধর্মপ্রদেশের কর্মরত বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ৪১ জন ফাদার। প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের মধ্যদিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিশপ তার স্বাগত বক্তব্যে বিভিন্ন কমিশনের কনভেনর ও সেক্রেটারিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী পর্যায়ে কমিশনের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়। এই মিটিং-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্ট বিষয় ও ক্রস কাটিং বিষয়গুলো রয়েছে তা বাস্তবায়ন ও কোন কার্যক্রম যেন ওভারল্যাপিং না হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। সেই লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ফাদার দিলীপ এস.কস্তা মূলভাবের উপর বক্তব্যে বলেন -পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলির ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। ধর্মের আহ্বান হলো কল্যাণ ও মঙ্গলকে ধারণ করা এবং সাধনার গুণে পরম সত্ত্বার সাথে মিলিত হওয়া। ধর্মের মূল শিক্ষা ও আহ্বান হলো পরমসত্ত্বা বা জীবনস্রষ্টার সাথে মিলন। ধন্য আন্তনী বাসিল মরো'র আহ্বান 'একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে'। তাই, দীক্ষিত খ্রিস্টভক্ত হিসেবে মিলনের চেতনা, আনন্দ ও প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যাই মিলন সমাজ গড়ার লক্ষ্য পথ ধরে। আলোচনার পরে ভিকারিয়া ভিত্তিক দলীয় আলোচনা করা হয়। অতঃপর দলীয় প্রতিবেদনও পাঠ করা হয়। সবশেষে উন্মুক্ত আলোচনার মধ্যদিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম শেষ হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

কামনা কস্তা ▯ গত ১৫ জানুয়ারি, রবিবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে আনন্দমুখর পরিবেশে শিশু ও এনিমেটরদের অংশগ্রহণে শিশুমঙ্গল দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯:১৫ মিনিটে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও, সিএসসি'র সহাপর্ণে খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি। ফাদার বিকাশ তার উপদেশ বাণীতে বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আজকের শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষাসহ সুস্থ দেহ- মনে বেড়ে উঠতে শিশুদের প্রতি আরো যত্নবান হওয়ার জন্য অভিভাবক এবং শিশু পরিচালিকাগণকে আহ্বান জানান। শিশুদের গঠনদান যে সকলের একটি নৈতিক দায়িত্ব সেই বিষয়েও আলোকপাত করেন ।

খ্রিস্টযাগের পরপরই শিশুরা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে র‍্যালী করে মিশন প্রাঙ্গণ প্রদক্ষীণ করে। পাল পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও উক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে বলেন, সিনোডাল চার্চের মূল বিষয় হলো মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। এরই বাস্তবায়নে শিশুদের একতার মধ্যদিয়ে মণ্ডলিতে প্রেরণধর্মী কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়াতে শিশুদেরকে সেই ভাবেই যেন গঠন দেয়ার জন্য সকলকে অনুপ্রেরণা দান করেন।

উক্ত দিবসের কর্মসূচিতে ছিলো বাইবেলের কাহিনী ভিত্তিক অভিনয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশুরা তাদের অভিনয়ের মাধ্যমে বাইবেলের একেকটি ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি পরিসমাপ্তি ঘটে॥

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিত ঃ ১৫ মে, ১৯৮৫ খ্রীঃ রেজিঃ নং-২২২, তাং-২১/১২/১৯৯৫ খ্রীঃ, সংশোধিত নিবন্ধন নং-৪৪, তারিখ-১০/০৮/২০০৯ খ্রীঃ

Estd. 15 May 1985, Regd. No.222, Date-21/12/1995, Revised Reg. No-44, Date-10/08/2009

স্মারক/Ref : ২০২২-২০২৩-নিবি-১ তারিখ/Date : ২১/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: -এর নিম্নলিখিত পদের জন্য খ্রিস্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে:-

ক্র. নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	অভিজ্ঞতা
০১	**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)**	০১ জন	এম.বি.এ/এম.বি. এস অথবা সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে।	৩০-৪৫	পুরুষ/ মহিলা	➢ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা একই ধরণের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ বেতন- আলোচনা সাপেক্ষে। ➢ সমবায় আইন, বিধি ও উপ-আইন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার ও একাউন্টিং সফট্ওয়্যার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। ➢ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিল যোগ্য।
০২	**অফিসার**	০১ জন	নূন্যতম এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।	২৫-৩৫	পুরুষ / মহিলা	➢ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা একই ধরণের প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ সমবায় আইন, বিধি ও উপ-আইন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ বেতন-সমিতির বেতন কাঠামো অনুযায়ী। ➢ কম্পিউটার ও একাউন্টিং সফট্ওয়্যার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।

শর্তাবলী :-

১) আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত। (মোবাইল নাম্বার-সহ)
২) ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে (যিনি আপনার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন)।
৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার ফটোকপি ১ কপি।
৪) সদ্য তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৫) খামের উপরে পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৬) অফিসের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
৭) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
৮) শিক্ষানবিশ কালীন সময় ৩ মাস প্রয়োজনে আরও ৩ মাস বাড়ানো হবে।
৯) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। সাক্ষাতকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
১০) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১১) আবেদনপত্র আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে (বিকাল ৩:৩০ মিনিট হতে রাত ৯টা পর্যন্ত) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্বশরীরে/ডাকযোগে/কুরিয়ার/ই-মেইল মারফত পৌঁছাতে হবে।
১২) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
Email:mcccultd@gmail.com

কবিতা গ্লোরিয়া গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

বেনেডিক্ট ডি' ক্রুজ
সভাপতি
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

KA-118/5, South Mohakhali, Gulshan, Dhaka-1212; Phone:02-48812488, Mobile: 01726-629186, Email: mcccultd@gmail.com
ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২। ফোনঃ ০২-৪৮৮১২৪৮৮, মোবাইলঃ ০১৭২৬-৬২৯১৮৬, ই-মেইলঃ mcccultd@gmail.com

বিজ্ঞ/৩৭/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা = ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা = ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি = ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।

একটি বছর হয়ে গেলো, তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছ পরমপিতার কোলে। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো।

প্রয়াত সচিন জুলিয়ান দেশাই
জন্ম: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তোমারই আদরের
স্ত্রী : প্রতিমা দেশাই
বড়ছেলে ও বৌমা : সুব্রত ও অতসী দেশাই
নাতনী : আরলিন ও আরোহী দেশাই
ছোট ছেলে ও বৌমা : দুরন্ত ও প্রেমা দেশাই
নাতী : হ্যারি, হেরেক্স ও ম্যাক্স দেশাই

গুলপুর, মুন্সীগঞ্জ

বিজ্ঞ /০৩/২০২৩

পিতার গৃহে অনন্ত যাত্রার দ্বিতীয় বছর

প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্স

জন্ম: ১২ আগস্ট, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল দুইটি বছর। তুমি আমাদেরকে রেখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছো স্বর্গীয় পিতার গৃহে কিন্তু আজও আমরা ভুলতে পারি নাই তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি, ভালবাসা, আদর্শ ও পথ চলনা। গানের পাখী ছিলে তুমি। তাই তো তোমার গাওয়া বড়দিন, কষ্টের কিংবা নজরুল ইসলামের গানগুলি শুনলে মনের অজান্তে অনেক কষ্ট দেয়। নজরুল ইসলামের গান দু'টি (১) গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙ্গে যায়..... ও (২) আমি দ্বার খুলে আর ডাকবো না..... শুনলে মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। তাই তো তোমার বহু স্মৃতি নিয়ে বেদনায় বেঁচে আছি।

আশীর্বাদ করো স্বর্গ থেকে যেন তোমার স্মৃতি, ভালবাসা আদর্শ আমাদের পথ চলার সঙ্গী হয়ে থাকে। ভাল থেকো এই প্রার্থনা করি। মা মারীয়ার আঁচলে বন্ধন হয়ে থেকো, স্বর্গীয় পিতা তোমাকে আগলে রাখুক, এই কামনা করছি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে -
রেবেকা গোমেজ (দীনা)
প্রিসিলা রড্রিক্স (মৌ)
এনজেল পল রড্রিক্স (আবীর)

বিজ্ঞ /০৪/২০২৩

"ধন্য ফাদার বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত (১৫০) প্রস্তুতি উপলক্ষে মহাআনন্দের বর্ষ ঘোষণা"

প্রিয় খ্রিস্টভক্তগণ,
অতীব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্য একটি আনন্দ ও আশীর্বাদের বর্ষ। অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত (১৫০) বর্ষপূর্তি এ বর্ষেই উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। ধন্য ফাদার বাসিল মরো ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি পরলোকগত হন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের সাধারণ সভা ২০২২ এবং মহা সংঘাধ্যক্ষ ও তার মন্ত্রণাপরিষদ ঘোষণা দেন যে, ধন্য ফাদার বাসিল মরো'র সম্মানার্থে জয়ন্তী বর্ষ উদ্বোধন হবে ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এবং সমাপনী অনুষ্ঠান হবে ৭ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ যিশু পবিত্র হৃদয়'র পর্ব দিনে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ বর্তমানে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর ১৭০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান অবিস্মরণীয়। পবিত্র ক্রুশ সংঘের কর্তৃপক্ষের ঘোষণার সাথে আমরা বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘও এই মহাআনন্দের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তাই আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার, বিকাল ৪টায় ঢাকা, তেজগাঁও-এ অবস্থিত পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায় এক বিশেষ খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এ আনন্দের জয়ন্তী বর্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। সংঘের এ আনন্দ উৎসবে অংশী হতে বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘ-এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

খ্রিস্টেতে,
ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি (প্রদেশপাল, পবিত্র যীশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ)
ব্রাদার সুকল লরেন্স রোজারিও, সিএসসি (প্রদেশপাল, সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ)
সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্, সিএসসি (আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, এশিয়া)

এক নজরে ফাদার মরো

নাম	:	ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো, সিএসসি
পিতার নাম	:	লুইস মরো
মাতার নাম	:	লুইজা মরো
জন্ম তারিখ	:	ফেব্রুয়ারি ১১, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক	:	আগস্ট ১২, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ
সংঘ গঠন	:	আগস্ট ৩১, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ
ব্রত গ্রহণ	:	আগস্ট ১৫, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ	:	মে ২৫, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গে মিশনারি প্রেরণের	:	নভেম্বর ২৫, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু তারিখ	:	জানুয়ারি ২০, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ
সাধু শ্রেণিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু	:	জুলাই ১৩, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
ঈশ্বরের সেবক পদ লাভ	:	জানুয়ারি ২০, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
পূজনীয় মর্যাদায় ভূষিত	:	এপ্রিল ১২, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
ধন্য শ্রেণিভুক্তকরণ	:	সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

বর্ষ ৮৩ ◆ সংখ্যা - ০৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 03
Regd. No. DA-33
◆ 29 January - 4 February, 2023, ১৫ - ২১ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তধামে যাত্রার তৃতীয় বৎসর

প্রয়াত ডেনিস পালমা

পিতা: প্রয়াত গ্যাব্রিয়েল পালমা (কালা)
মাতা: প্রয়াত মেগদেলিনা পালমা
জন্ম: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

তুমি ছিলে পিতা ঈশ্বরের দান। পিতা হয়ে এসেছিলে।
পিতার কাছেই চলে গেলে তাঁরই প্রয়োজনে।
স্বর্গীয় পিতাকে দেখা হয়নি কখনও,
কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমরা তোমাতেই পেয়েছি
স্বর্গীয় পিতার ভালোবাসা! তোমাতেই দেখতে পেয়েছি স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরকে!

স্বর্গীয়ধামে, স্বর্গীয় পিতার কাছে চলে যাওয়ার ও তাঁরই ডাকে সাড়া দেবার তৃতীয় বছর। তুমি বেঁচে আছো আমাদের সকলের অন্তরে। সকলের অস্তিত্বে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ, আমাদের জীবনপথের পাথেয়।

তোমার রেখে যাওয়া আদর্শে আমরা যেন, অগ্রসর হই তোমারই স্বপ্নের পথে। আশীর্বাদ করো আমাদের প্রতি।

তোমারই ভালোবাসায় আপ্লুত ও স্নেহধন্য,

মমতা কৈলু (স্ত্রী)
বৃষ্টি ব্রিজেট কনি পালমা (কন্যা)
সনি কেনেথ পালমা (বড় ছেলে)
মেরীয়ান জয়া (বড় পুত্রবধূ)
ফিভেল কেভিন পালমা (নাতি)
বনি লিওনার্ড পালমা (ছোট ছেলে)
শবনম তেরেসা পিউরীফিকেশন (ছোট পুত্রবধূ)
লায়না মেরী পালমা (নাতনি)
এবং সকল গুণগ্রাহী ও আত্মীয়স্বজন।

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org